বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম

১

পানি ব্যবহার করে সাবান দিয়ে ফেনা তৈরি করতে হবে

২

দুই হাতের পেছন থেকে আঙুলের ফাঁক পরিষ্কার করতে হবে

৩

দুই হাতের তালু এবং আঙুলের ফাঁক পরিষ্কার করতে হবে

৪

দুই হাতের আঙুল আলতোভাবে মুঠো করে ভালোভাবে ঘষতে হবে

৫

দুই হাতের বুড়ো আঙুল হাতের তালু দিয়ে ঘুরিয়ে পরিষ্কার করতে হবে

৬

এক হাতের পাঁচ আঙুলের নখ দিয়ে অন্য হাতের তালু ভালোভাবে ঘষতে হবে

৭

দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে

৮

হাত ভালোভাবে ধুয়ে শুকনো পরিষ্কার কাপড় বা টিস্যু দিয়ে মুছে নিতে হবে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া

ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া

ড. অরূপ কুমার বড়ুয়া

আরিফা রহমান

অনুপম বড়ুয়া

উৎপল চাকমা

শিপ্রা বড়ুয়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর, ২০২২

পুনর্মুদ্রণ: , ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

নূর-ই-ইলাহী

চিত্রণ

সজীব কুমার দে

রাসেল রানা

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ ও কারিগরি) ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। উল্লেখ যে, ইতোমধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন ট্রাই-আউটের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহ করে লেখক এবং বিষয় বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে যৌক্তিক মূল্যায়ন করে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জন করা হয়েছে। আশা করা যায় পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিষয় পরিচিতি

প্রিয় শিক্ষার্থী

নাম ______________________________

বিদ্যালয় ______________________________

তোমাকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। এই নতুন বইয়ের মাধ্যমে তুমি বেশ কিছু সুন্দর ও মজার অভিজ্ঞতা পাবে। অভিজ্ঞতা পাওয়ার সময় কখনো বন্ধু, কখনো বাবা মা, কখনো পরিবারের সদস্য, কখনো সহপাঠী বা শিক্ষক তোমার সহযোগী হবেন। কখনো একা একাও অভিজ্ঞতাগুলো লাভ করবে। তখন এই বই হবে তোমার একমাত্র বন্ধু।

তুমি যে অভিজ্ঞতা পাবে এবং যা জানবে তা এই বইয়ে লিখে রাখতে ভুলবে না কিন্তু! তা হলেই এই বই হতে পারে তোমার তৈরি রিসোর্স বই।

শুভ কামনা রইল।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ত্রিপিটক	১ - ৭
দ্বিতীয় অধ্যায় ধর্মীয় উৎসব ও পূর্ণিমা	৮ - ২২
তৃতীয় অধ্যায় শীল	২৩ - ৩৭
চতুর্থ অধ্যায় দান	৩৮ - ৫৩
পঞ্চম অধ্যায় চতুরার্য সত্য	৫৪ - ৬৯
ষষ্ঠ অধ্যায় চরিতমালা	৭০ - ৭৬
সপ্তম অধ্যায় জাতক	৭৭ - ৮২
অষ্টম অধ্যায় তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান	৮৩ - ৯২
নবম অধ্যায় সহাবস্থান: সকলে আমরা সকলের তরে	৯৩ - ৯৮
শব্দকোষ	৯৯

প্রথম অধ্যায়

ত্রিপিটক

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব–

- বৌদ্ধধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের উৎস: ত্রিপিটক;
- ত্রিপিটকের অর্থ ও পরিচিতি;
- ত্রিপিটকের ভাগসমূহ;
- ত্রিপিটক পাঠের গুরুত্ব।

মহামানব গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম বৌদ্ধধর্ম। যারা বুদ্ধের ধর্মকে অনুসরণ ও পালন করেন তাঁরা বৌদ্ধ। বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক। ত্রিপিটক শব্দটি 'ত্রি' এবং 'পিটক' শব্দ যোগে গঠিত। 'ত্রি' শব্দের অর্থ তিন, আর 'পিটক' শব্দের অর্থ হলো পেটিকা, আধার, অংশ, খণ্ড, স্কন্ধ ইত্যাদি। বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম বুদ্ধ প্রায় ৪৫ বছর ধর্ম প্রচার করেন। এ সময় তিনি তাঁর শিষ্য, প্রশিষ্য এবং অনুসারীদের কাছে প্রচুর ধর্মীয় উপদেশ দিয়েছেন। বুদ্ধের ধর্ম উপদেশ তিন ভাগে বা তিনটি পিটকে লিপিবদ্ধ বা সংরক্ষণ করা হয় বলে তা ত্রিপিটক নামে পরিচিত। পিটক তিনটি হলো: সূত্র পিটক, বিনয় পিটক এবং অভিধর্ম পিটক। গৌতম বুদ্ধ তাঁর উপদেশগুলো পালি ভাষায় দিয়েছিলেন বলে ত্রিপিটকের ভাষা পালি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ১

তোমার ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে তুমি যা জানো (প্রাথমিক ধারণা) নিচে লেখো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ২

জোড়ায় অথবা নিজে অনুসন্ধান করে নিচের প্রশ্নের উত্তর খুঁজি ও লিখে রাখি।

তথ্যের উৎস: পরিবার, সহপাঠী, রিসোর্স বই, পাঠ্যবই, ডিজিটাল মাধ্যম, ইত্যাদি।

ত্রিপিটক কী? ত্রিপিটক বলতে তুমি কী বোঝ তা নিজের ভাষায় লেখো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

■ ত্রিপিটকের ভাগসমূহ:

সূত্র পিটক: তিনটি পিটকের মধ্যে সূত্র পিটক সবচেয়ে বড়ো। বুদ্ধ সূত্রাকারে যেসব ধর্মোপদেশ দিয়েছেন তা সূত্র পিটকে লেখা আছে। বৌদ্ধধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ এই পিটকে পাওয়া যায়। সূত্র পিটক পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যেমন—দীঘ (দীর্ঘ) নিকায়, মজ্‌ঝিম (মধ্যম) নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং খুদ্দক (ক্ষুদ্র) নিকায়।

বিনয় পিটক: 'বিনয়' শব্দের অর্থ নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা, আইন, কানুন, বিধি-বিধান ইত্যাদি। বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদের নিত্য পালনীয় বিধি-বিধান বা নিয়ম কানুনগুলো লেখা আছে বিনয় পিটকে। বলা হয় যে, যতদিন বিনয় পিটক থাকবে ততদিন বুদ্ধ শাসন বা বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হবে না। এ কারণে বিনয় পিটককে বুদ্ধ শাসনের 'আয়ু' বলা হয়। নৈতিক জীবন গঠন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিনয় পিটকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিনয় পিটক মূলত পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যেমন– পারাজিকা, পাচিত্তিয়া, মহাবগ্গ (মহাবর্গ), চূল্লবগ্গ (চুলাবর্গ) এবং পরিবার পাঠ।

অভিধর্ম পিটক: 'ধর্ম' শব্দের সঙ্গে 'অভি' উপসর্গ যুক্ত হয়ে 'অভিধর্ম' শব্দটি গঠিত হয়েছে। 'অভি' অর্থ গম্ভীর বা গভীর, অধিক, অতিরিক্ত বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। অভিধর্ম শব্দের অর্থ হচ্ছে গম্ভীর বা গভীর ধর্ম বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধর্ম। অভিধর্ম পিটকে বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক বিষয়সমূহ পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য অভিধর্ম পিটকের গুরুত্ব অপরিসীম। অভিধর্ম পিটক সাত ভাগে বিভক্ত। যেমন—ধম্মসঙ্গাণি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্গলপঞ্ঞত্তি, কথাবত্থু, যমক এবং পট্ঠান। এই সাতটি গ্রন্থের সমষ্টিকে 'সপ্তপ্রকরণ' বলা হয়।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৩

উপরের অনুচ্ছেদ পড়ে ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলোর তালিকা তৈরি করো (জোড়ায় বা একক কাজ)

সূত্র পিটক	বিনয় পিটক	অভিধর্ম পিটক
১.	১.	১.
২.	২.	২.
৩.	৩.	৩.
৪.	৪.	৪.
৫.	৫.	৫.
৬.	৬.	৬.
৭.	৭.	৭.

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৪

চিত্রটি মনোযোগ দিয়ে দেখো এবং ত্রিপিটকের যে গ্রন্থগুলো ছবির গ্রন্থাগারে আছে তা শনাক্ত করো এবং নিচে লেখো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৫

আগের চিত্র থেকে ত্রিপিটকের যে গ্রন্থগুলো তুমি শনাক্ত করেছ সেগুলো সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম পিটক অনুসারে শ্রেণিকরণ বা ভাগ করো:

সূত্র পিটক	বিনয় পিটক	অভিধর্ম পিটক
১.	১.	১.
২.	২.	২.
৩.	৩.	৩.
৪.	৪.	৪.
৫.	৫.	৫.

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৬ বই পড়া (চলমান)

এসো নিজে পড়ি: নিচের কিউআর কোড (QR code) স্ক্যান করে ওয়েবসাইট থেকে ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো ও মৌলিক বিষয়গুলো জানো। লিংক ছাড়াও পরিবার বা বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে থাকা ত্রিপিটকের যে কোনো গ্রন্থ পড়তে পারো।

■ ত্রিপিটক পাঠের গুরুত্ব

ত্রিপিটক পাঠে বৌদ্ধধর্মের সমস্ত বিষয় জানা যায়। বিশেষ করে দান, শীল, ভাবনা, পারমী, সূত্র, চতুরার্য সত্য, আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ, প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বসহ ধর্মীয়-বিধি-বিধান, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত এবং যথাযথভাবে জানা যায় ত্রিপিটক থেকে। এ ছাড়া বুদ্ধের সমসাময়িক ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্ম-দর্শন, সমাজ-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ পাঠে ধর্মীয় জ্ঞান বাড়ে। নৈতিক এবং মানবিক গুণাবলি বিকশিত হয়। সৃষ্টি হয় সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা এবং সহযোগিতার মনোভাব। এ চেতনা সকল প্রকার ভালো কাজ ও পরোপকার করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই ত্রিপিটক পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। অতএব, বৌদ্ধধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জানার জন্য এবং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য ত্রিপিটক পাঠে সকলের আগ্রহী হওয়া উচিত।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৭

তোমার অভিজ্ঞতার আলোকে ত্রিপিটক পাঠের উপকারিতা সম্পর্কে লেখো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

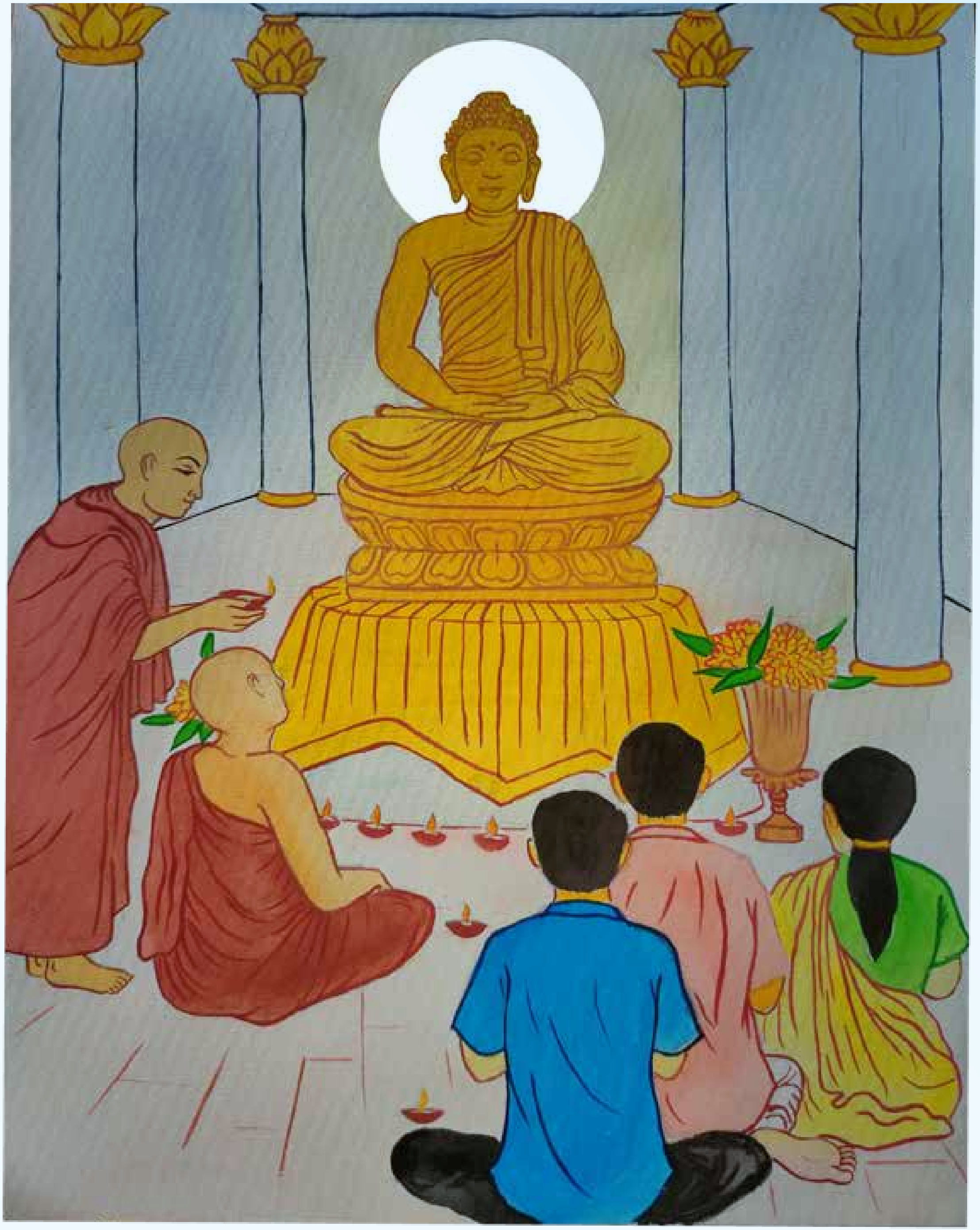

সবাই মিলে ত্রিপিটক পড়ি
সৎ ও সুন্দর জীবন গড়ি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মীয় উৎসব ও পূর্ণিমা

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব–

- বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠান;
- বুদ্ধ পূর্ণিমা (বৈশাখী পূর্ণিমা) পরিচিতি;
- বুদ্ধ পূর্ণিমার (বৈশাখী পূর্ণিমা) ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব;
- আষাঢ়ী পূর্ণিমা পরিচিতি;
- বর্ষাবাস পরিচিতি।

বৌদ্ধরা বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। এ গুলোর মধ্যে পূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান উৎসব, সংঘদান, অষ্ট পরিষ্কার দান অন্যতম। সাধারণভাবে বারো মাসে বারোটি পূর্ণিমা উদযাপন করা হয়। তবে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা বৈশাখী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, আশ্বিনী বা প্রবারণা পূর্ণিমা এবং মাঘী পূর্ণিমা আনন্দের সঙ্গে উদযাপন করে। এই অধ্যায়ে আমরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্ণিমা সম্পর্কে জানব।

বুদ্ধ পূর্ণিমা (বৈশাখী পূর্ণিমা)

মহামানব গৌতম বুদ্ধের জীবনের সাথে পূর্ণিমা তিথির বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পূর্ণিমা তিথিতেই ঘটেছিল। এ কারণে বৌদ্ধদের কাছে পূর্ণিমা তিথির গুরুত্ব অনেক। বিভিন্ন পূর্ণিমার মধ্যে বৈশাখী পূর্ণিমা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পূর্ণিমা তিথিতেই গৌতম বুদ্ধের মহাজীবনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। এগুলো হলো জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ এবং মহাপরিনির্বাণ। তাই এটিকে ত্রিস্মৃতি বিজড়িত পূর্ণিমা বলে। বুদ্ধের জীবনের তিনটি মহৎ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বলে বৈশাখী পূর্ণিমা 'বুদ্ধ পূর্ণিমা' নামে পরিচিত। নিচে এই তিনটি মহৎ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

জন্ম

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছরেরও আগের কথা। প্রাচীন ভারতে কপিলাবস্তু নামে একটি রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের রাজা শুদ্ধোদন এবং রানি মহামায়া। এক বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে মনোরম লুম্বিনী কাননে তাঁদের এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের জন্মে দীর্ঘদিনের নিঃসন্তান রাজা-রানির মনোবাসনা পূর্ণ হয়। এজন্য রাজপুত্রের নাম রাখা হয় সিদ্ধার্থ। জন্মের সাত দিন পর সিদ্ধার্থের মা রানি মহামায়া মৃত্যুবরণ করেন। তখন সিদ্ধার্থের লালন-পালনের দায়িত্ব নেন রানি মহাপ্রজাপতি গৌতমী। তিনি ছিলেন রানি মহামায়ার ছোট বোন। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর কাছে লালিত পালিত হয়েছিলেন বলে তিনি সিদ্ধার্থ গৌতম নামে পরিচিত।

ঋষির ভবিষ্যৎ বাণী

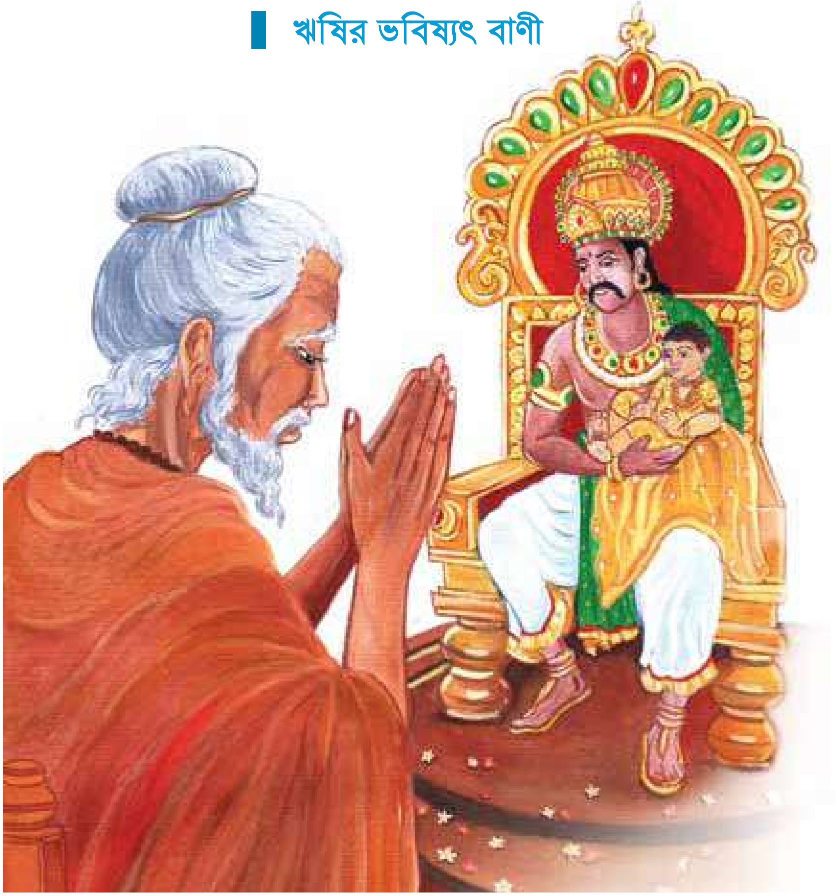

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৮

এসো গল্প বলি: সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম-কাহিনি সম্পর্কে তুমি যা জানো, গল্প আকারে বলো এবং গল্পটি নিচে লেখো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ

বুদ্ধত্ব লাভ

রাজকীয় পরিবেশে জীবনযাপন করলেও সিদ্ধার্থ সব সময় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। তিনি ভাবতেন জীব ও মানবের কল্যাণের কথা। মানুষের দুঃখ মুক্তির কথা ভেবে তিনি প্রায়ই ধ্যানমগ্ন থাকতেন। রাজকীয় ভোগ-বিলাসে সিদ্ধার্থের অনীহা দেখে রাজা ও রানি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। মন্ত্রী ও অমাত্যদের পরামর্শে রাজা দেবদহ নগরের রাজকন্যা যশোধরার সঙ্গে সিদ্ধার্থকে বিয়ে করিয়ে দেন। এর পরেও সিদ্ধার্থের মনের কোনো পরিবর্তন হলো না। রাজ্য পরিভ্রমণে গিয়ে সিদ্ধার্থ জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও সন্ন্যাসী— এই চার-নিমিত্ত দেখেন। চার-নিমিত্ত দেখে সিদ্ধার্থের মনে বৈরাগ্যের ভাব জন্মে। রাজসিংহাসন, রাজকীয় ভোগ-বিলাস, স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতার বাঁধন ছেড়ে তিনি সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন। এরপর ছয় বছর কঠোর সাধনা করেন। ৩৫ বছর বয়সে তিনি বোধিজ্ঞান লাভ করেন এবং জগতে 'গৌতম বুদ্ধ' নামে খ্যাত হন।

মহাপরিনির্বাণ

বুদ্ধত্ব লাভের পর বহুজনের মঙ্গলের জন্য তিনি সুদীর্ঘ ৪৫ বছর ধর্ম প্রচার করেন। ধর্ম প্রচারকালে তিনি মানুষকে বলেন: জগৎ দুঃখময়; এ দুঃখের কারণ আছে; দুঃখের নিরোধ আছে এবং দুঃখ নিরোধের উপায়ও আছে। দুঃখ নিরোধের উপায় হিসেবে তিনি আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ নির্দেশ করেন। মানুষ কেন বারবার জন্ম নিয়ে দুঃখ ভোগ করে, সেই শিক্ষাও তিনি দিয়েছেন। বুদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বে বারবার জন্মগ্রহণ ও দুঃখ ভোগের কারণ নির্দেশ করেছেন। সুদীর্ঘকাল ধর্ম প্রচার শেষে তিনি কুশিনারার জোড়া শালবৃক্ষমূলে ৮০ বছর বয়সে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ এবং মহাপরিনির্বাণ— বুদ্ধের জীবনের এ তিনটি প্রধান ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে। বুদ্ধের জীবনের সাথে প্রকৃতির বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তিনি প্রকৃতিকে খুবই ভালোবাসতেন এবং সব সময় প্রকৃতির মধ্যে থাকতে চাইতেন। এ কারণে আমাদের উচিত প্রকৃতিকে ভালোবাসা এবং প্রকৃতির যত্ন নেওয়া।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ

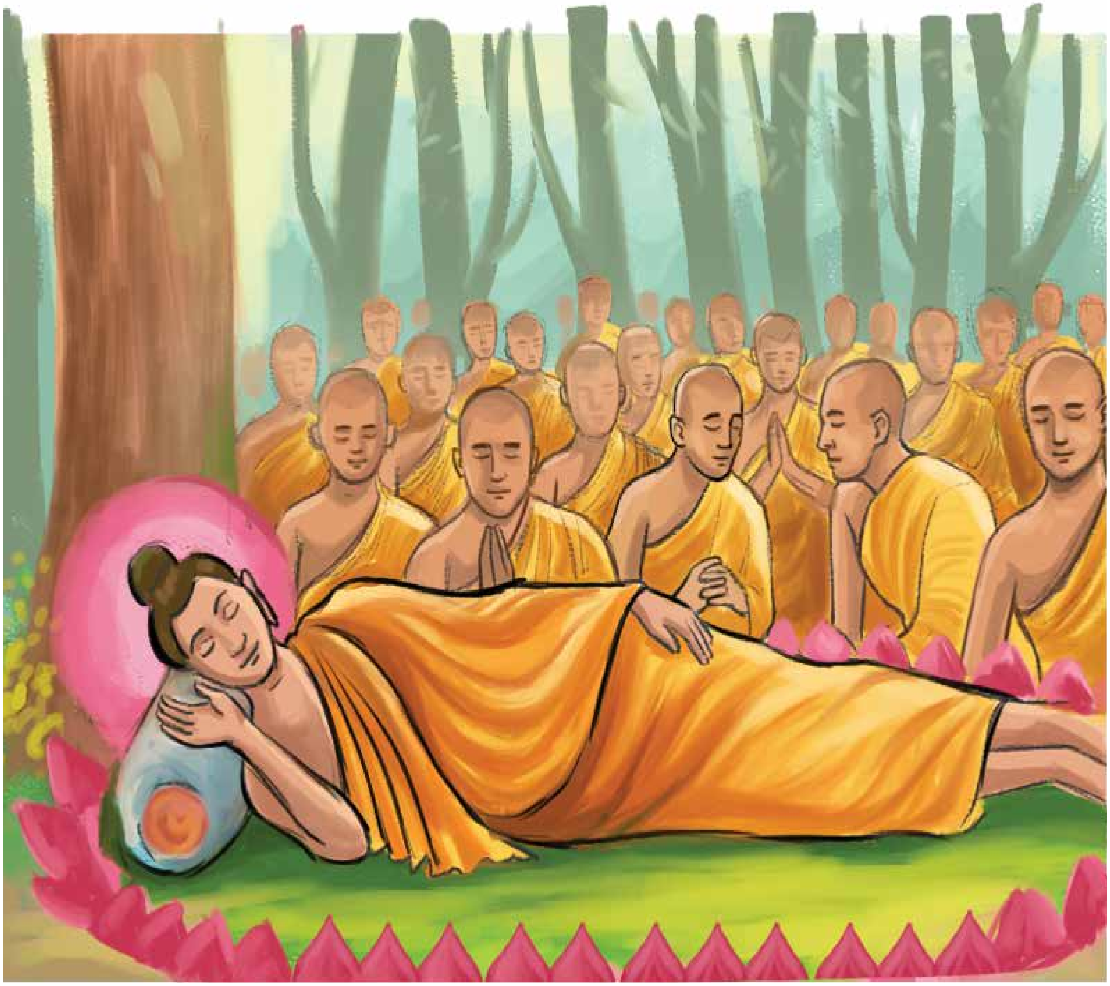

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৯

বৈশাখী পূর্ণিমাকে কেন বুদ্ধ পূর্ণিমা বলা হয় লেখো (জোড়ায় বা একক কাজ)।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

বুদ্ধ পূর্ণিমার ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব

বুদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। বৌদ্ধরা এ তিথি মর্যাদার সঙ্গে এবং আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে পালন করেন। বাংলাদেশে এ দিন সরকারি ছুটি থাকে। জাতিসংঘ দিনটিকে 'বেশাখ ডে' হিসেবে ঘোষণা করেছে। জাতিসংঘের পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 'বেশাখ ডে' উদযাপিত হয়।

বাংলাদেশে প্রতিটি বৌদ্ধ বিহারে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে সারাদিন কর্মসূচি থাকে। বৌদ্ধ বিহারগুলো রংবেরঙের আলোয় সাজানো হয়। সাজানোর কাজে ব্যবহার করা হয় ফুল, লতা-পাতা, রঙিন কাগজ ও কাপড়। সকালে প্রতি ঘরে ও বিহারে বুদ্ধ পূজার আয়োজন হয়। ছোট-বড় সবাই বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে ভিক্ষুসংঘের উপস্থিতিতে একসঙ্গে বুদ্ধ পূজায় অংশ নেয়। পঞ্চশীল ও অষ্টশীল গ্রহণ করে। বিহারে বিহারে ধর্মবিষয়ক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। কোনো কোনো বিহারে থাকে সূত্র আবৃত্তি, গাথা আবৃত্তি, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন। বিভিন্ন বিহার ও সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে দেয়াল পত্রিকা ও পুস্তিকা বের করা হয়। এসব পত্রিকা ও পুস্তিকায় বুদ্ধের জীবন, ধর্মোপদেশ এবং সামাজিক কল্যাণকর বিষয় লেখা থাকে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে বিহারের আশেপাশে মেলা বসে। এ দিন সবাই নতুন পোশাক পরে। বাড়িতে বাড়িতে ভালো খাবারের আয়োজন হয়। একে অন্যের বাড়িতে বেড়াতে যায়। অন্য ধর্মের মানুষও বেড়াতে এসে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। তারাও বিহারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান ও উৎসবে অংশ নেয়। এতে সামাজিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ গভীর হয়। 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'— এ ধারণার মাধ্যমে প্রত্যেক ধর্মের মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়। এ দিবসকে কেন্দ্র করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী পরিষদ

এবং জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হয়। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে মোবাইল, ফেসবুক ইত্যাদির মাধ্যমে পরস্পর কুশল বিনিময় করে। দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র বের করা হয়। টেলিভিশন, বেতারসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা হয় বিশেষ অনুষ্ঠান। এভাবে সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণে বুদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের পরিণত হয়েছে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ১০

বুদ্ধ পূর্ণিমার ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্বের প্রবাহচিত্র তৈরি করো (জোড়ায় বা একক কাজ)।

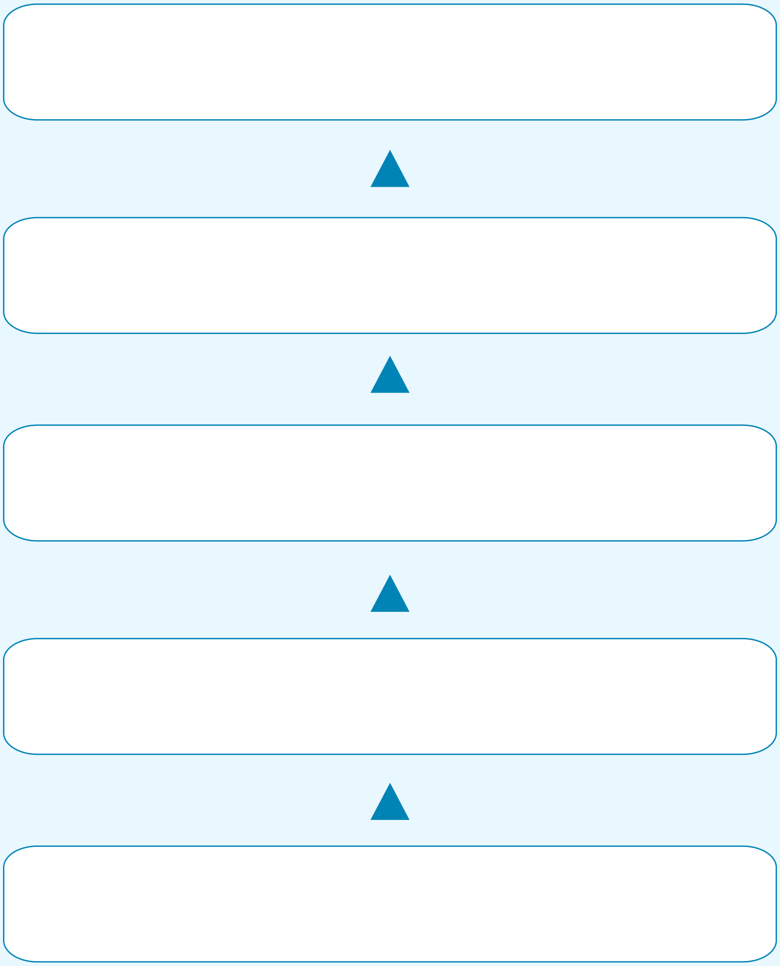

আষাঢ়ী পূর্ণিমা

বৌদ্ধদের কাছে আষাঢ়ী পূর্ণিমার গুরুত্ব অনেক। গৌতম বুদ্ধের জীবনের তিনটি মহৎ ঘটনা সংঘটিত হয় আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে। এগুলো হলো—মাতৃগর্ভে সিদ্ধার্থের প্রতিসন্ধি গ্রহণ, গৃহত্যাগ, এবং বুদ্ধত্ব লাভের পর প্রথম ধর্ম প্রচার। নিচে এই তিনটি মহৎ ঘটনার বিবরণ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি

প্রতিসন্ধি বলতে মাতৃগর্ভে ভ্রূণ সৃষ্টি বোঝায়। আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে সিদ্ধার্থ মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। এ নিয়ে একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। এক রাতে রানি মহামায়া অপূর্ব সুন্দর এক স্বপ্ন দেখেন। চার দিকপাল দেবতা এসে তাঁকে একটি মনোরম পালঙ্কে তুলে নিয়ে গেলেন অনোবতপ্ত হ্রদের তীরে। দেবতারা রানিকে হ্রদের সুগন্ধময় ও সুশীতল জলে স্নান করিয়ে এক স্বর্ণময় পালঙ্কে শুইয়ে দেন। এরপর সাদা রঙের এক হাতি এসে রানির পালঙ্কের চারদিকে প্রদক্ষিণ করল। হাতিটির শুঁড়ে ছিল একটি সাদা রঙের পদ্ম। হাতিটি সেই সাদা পদ্ম রানির জঠরে প্রবেশ করিয়ে দেয়। আনন্দে রানি শিহরিত হলেন। সেই রাত ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমার উজ্জ্বল তিথি। সকালে রানি ঘুম থেকে উঠে স্বপ্নের কথা রাজাকে বললেন। রাজা রাজজ্যোতিষীদের ডেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তাঁরা স্বপ্নবৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করে রাজাকে বললেন, "মহারাজ! সুসংবাদ আছে। রানি মহামায়া এক পুত্র সন্তান লাভ করবেন। শাক্যবংশে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে। তিনি সমস্ত জীবের দুঃখ মুক্তির পথ দেখাবেন।"

গৃহত্যাগ

ক্রমে সিদ্ধার্থ বড় হলেন। নগর ভ্রমণে বেরিয়ে তিনি জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং সন্ন্যাসী দেখে তিনি বুঝলেন- জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু দুঃখময়; সন্ন্যাস জীবন আনন্দময়। এ কারণে তিনি দুঃখ মুক্তির উপায় খুঁজতে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবনযাপনের সংকল্প করেন। এমন সময় তিনি খবর পেলেন তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। পুত্রের জন্ম সংবাদ শুনে সিদ্ধার্থ আনন্দিত না হয়ে আরও বেশি চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তিনি মনে করলেন, সন্তান তাঁকে মায়ার বাঁধনে আটকে রাখবে। সেই রাতেই তিনি গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর তিনি সারথি ছন্দককে নিয়ে ঘোড়া কন্থকের পিঠে চড়ে গৃহত্যাগ করেন। সেই রাত ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমার তিথি। সিদ্ধার্থের এই গৃহত্যাগকে বলা হয় "মহাভিনিষ্ক্রমণ"।

সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ

ধর্ম প্রচার

বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম বুদ্ধ নতুন ধর্ম প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য তিনি ঋষিপতন মৃগদাব নামক স্থানে যান। সেখানে ছিলেন পাঁচ জন সন্ন্যাসী। তাঁরা আগে গৌতম বুদ্ধের সন্ন্যাস জীবনচর্চার সঙ্গী ছিলেন। এই পাঁচ জন হলেন— কৌণ্ডিণ্য, বপ্প, ভদ্দিয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ। আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি তাঁদের কাছে প্রথম ধর্ম প্রচার করেন। তাঁরাই ছিলেন বুদ্ধের কাছে প্রথম দীক্ষা পাওয়া ভিক্ষু। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তাঁরা 'পঞ্চবর্গীয় শিষ্য' নামে পরিচিত। বুদ্ধের প্রথম ধর্ম প্রচার বৌদ্ধ সাহিত্যে 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' নামে পরিচিত।

প্রতিসন্ধি গ্রহণ, গৃহত্যাগ এবং প্রথম ধর্ম প্রচার— বুদ্ধের জীবনের এই তিনটি মহৎ ঘটনা আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে সংঘটিত হয়েছিল বলে বৌদ্ধরা এই দিনটি মহাসমারোহে পালন করেন। বুদ্ধ পূর্ণিমার মতো ভোর থেকে আষাঢ়ী পূর্ণিমা উৎসব শুরু হয়। দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানে মুখর হয়ে উঠে বৌদ্ধ বিহারগুলো। সকালে ছোট-বড় সবাই বিহারে যান। শ্রদ্ধাচিত্তে নানা উপাদান দিয়ে বুদ্ধপূজা করেন; পঞ্চশীল ও অষ্টশীল গ্রহণ করেন। ভিক্ষুগণ বুদ্ধের জীবন ও ধর্মবাণী অনুশীলনের গুরুত্ব সম্পর্কে উপদেশ দেন। দুপুরে সকলে ধ্যান-সমাধি চর্চা করেন। সন্ধ্যায় প্রদীপ পূজা, বুদ্ধ কীর্তন, ধর্মালোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনেক বৌদ্ধ-বিহারে তিন মাস ধরে ধ্যান-সমাধি চর্চা হয়। এ কারণে ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব হিসেবে এই পূর্ণিমার গুরুত্ব অনেক।

বুদ্ধ ও পঞ্চবর্গীয় শিষ্য

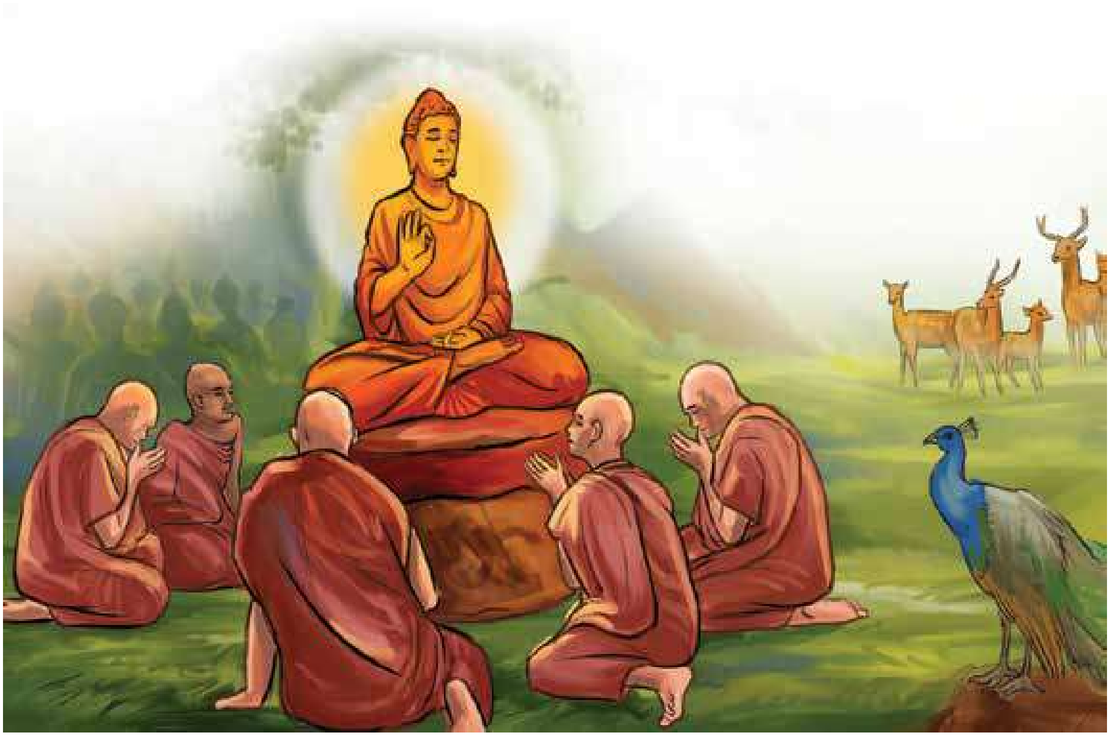

■ বর্ষাবাস

আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত তিন মাস ভিক্ষুরা বিহারে অবস্থান করেন। এ সময় তাঁরা শীল, সমাধি, প্রজ্ঞার অনুশীলন করেন। ভিক্ষুদের এই তিন মাস বিহারে অবস্থানকে বলা হয় বর্ষাবাস। আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বিনয় বিধান মতে ভিক্ষুরা বর্ষাবাস গ্রহণ করেন। গৃহীরা এই তিন মাস রত থাকেন দান, শীল ও ভাবনায়। পূর্ণিমা, অষ্টমী ও অমাবস্যায় গৃহীরা উপোসথ গ্রহণ করেন। ভিক্ষু এবং গৃহীরা কুশল চেতনায় জাগ্রত হয়ে কুশল কাজে সচেষ্ট থাকেন। তিন মাস পরে আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথিতে বর্ষাবাস শেষ হয়। আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথিতে বিহারে অবস্থানরত ভিক্ষুরা পরস্পরের মধ্যে বর্ষাবাসকালীন দোষ-গুণ, ভুল-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা ভালো গুণ গ্রহণ করেন এবং ভুল স্বীকার করে দোষ-ত্রুটিগুলো বর্জন করার সংকল্প করেন। বৌদ্ধ পরিভাষায় এই পরিশুদ্ধি অর্জনকে বলা হয় প্রবারণা।

পরিবার, সমাজ ও দেশ প্রতিটি ক্ষেত্রে এই প্রবারণা শিক্ষার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মানুষ নিজের দোষ-ত্রুটি বুঝে তা দূর করার চেষ্টা করলে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি থাকবে না। প্রত্যেকের মধ্যে মৈত্রী ও ভালোবাসা গড়ে উঠবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ১১

বুদ্ধ পূর্ণিমা ও আষাঢ়ী পূর্ণিমা উদযাপনের তোমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো এবং নিচে লেখো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ১২

নিচের বিষয়গুলো নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করি অথবা নিজে একা একা চিন্তা করি এবং বিষয়সমূহ সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করি।

বিষয়গুলো:

১. ত্রিপিটক কী?

২. ত্রিপিটকের গুরুত্ব

৩. বুদ্ধ পূর্ণিমা ও আষাঢ়ী পূর্ণিমা কী?

৪. পূর্ণিমা দুটির পটভূমি কী?

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ১৩

বৌদ্ধধর্মের পবিত্র গ্রন্থ ত্রিপিটক, মৌলিক বিষয়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের তালিকার পোস্টার তৈরি করি: (জোড়ায় বা দলগত কাজ অথবা নিজে করি)

নির্দেশিকা: পোস্টার তৈরিতে এলাকায় সহজে পাওয়া যায় বা recycling উপকরণ ব্যবহার করো।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ১৪

তৈরিকরা পোস্টার প্রদর্শন ও জোড়ায় উপস্থাপন করো। শ্রেণিকক্ষে পোস্টার উপস্থাপনের ব্যবস্থা না থাকলে তুমি নিজে পোস্টারটি তৈরি করো এবং সহপাঠীদের ও শিক্ষকের সঙ্গে বিনিময় করো।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ১৫

এসো দল গঠন করি: ৪-৫ জন সদস্যের একটি দল গঠন করি।

নির্দেশিকা: ছেলে সতীর্থ, মেয়ে সতীর্থসহ দল গঠন করতে হবে।
নিচের বিষয়গুলো নিয়ে দলে ছবি ও প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে একটি দেয়াল পত্রিকা তৈরি করি।

বিষয়সমূহ:

১. ত্রিপিটকের পরিচয় ও গুরুত্ব।

২. মৌলিক বিষয় ও আচার-অনুষ্ঠানাদি যেমন– পূর্ণিমা, দান, চতুরার্য সত্য, শীল ইত্যাদি।

৩. ত্রিপিটক ও মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত বুদ্ধের জীবন সংশ্লিষ্ট কাহিনি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ১৬

দেয়াল পত্রিকা প্রদর্শনের জন্য শিক্ষক নির্দেশিত নির্দিষ্ট দিনে তোমার তৈরি করা পত্রিকাটি উন্মোচন করো। দেয়াল পত্রিকার কাছে দাঁড়িয়ে দেয়াল পত্রিকার বিষয়বস্তু অন্য শিক্ষার্থী ও অতিথিদের সামনে তুলে ধরো।

দেয়াল পত্রিকার নমুনা:

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ১৭

দেয়াল পত্রিকা তৈরির জন্য তথ্য অনুসন্ধানমূলক অভিজ্ঞতাটি তোমার কেমন লাগলো তা নিচের ছকে লিখে শিক্ষকের সাথে বিনিময় করো।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম: দেয়াল পত্রিকার মাধ্যমে আগ্রহ সৃষ্টি

কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে? (ভালো দিক)	
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ? (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)	
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?	
ভবিষ্যতে আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়? (পরামর্শ)	

ফিরে দেখা: নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে তারকা (★) চিহ্ন দাও, না হলে না এর ঘরে ক্রস (X) চিহ্ন দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না
১		
২		
৩		
৪		
৫		
৬		
৭		
৮		
৯		
১০		
১১		
১২		
১৩		
১৪		
১৫		
১৬		
১৭		

সকল উৎসবে যোগদান করি
সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ি।

তৃতীয় অধ্যায়

শীল

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব–

- শীল পরিচিতি;
- শীল পালনের প্রয়োজনীয়তা;
- পঞ্চশীল প্রার্থনা;
- বৌদ্ধধর্মে নানা রকম শীল;
- পঞ্চশীল গ্রহণের নিয়ম;
- পঞ্চশীল পালনের সুফল।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ১৮

শ্রেণির বাইরের কাজ: তোমার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-অনুশাসনসমূহ পর্যবেক্ষণ করো এবং একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

শীল পরিচিতি

শীল নিয়ম শৃঙ্খলার ভিত্তি, যা ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনে সচেষ্ট করে। বৌদ্ধধর্মে নিয়ম ও শৃঙ্খলার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের শীল পালন করা একান্ত কর্তব্য। 'শীল' শব্দের অর্থ স্বভাব ও সদাচার। এ ছাড়াও শীলের আরও অর্থ আছে। সেগুলো হলো— আশ্রয়, সংযম, শৃঙ্খলা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। বৌদ্ধধর্মে শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক সংযমকে শীল বলা হয়। নৈতিক জীবন গঠনের জন্য শীল পালন একান্ত প্রয়োজন। গৌতম বুদ্ধ সুন্দর চরিত্র গঠনের জন্য শীল পালনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রতিদিন আমরা বুদ্ধ প্রবর্তিত শীল পালনের মাধ্যমে নৈতিকতা চর্চা করতে পারি। যারা শীল পালন করেন, তাঁদেরকে শীলবান বলা হয়। পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ আছেন তাঁরা সকলেই শীলবান।

বৌদ্ধধর্মে নানা রকম শীল রয়েছে। যেমন— পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশশীল ও পাতিমোক্ষ শীল। এর মধ্যে পঞ্চশীল পালন করেন গৃহীরা। তবে গৃহীদের মধ্যে যাঁরা উপোসথ গ্রহণ করেন তাঁরা অষ্টশীল পালন করেন। তাই অষ্টশীলকে উপোসথ শীলও বলা হয়। শ্রমণেরা দশশীল পালন করেন। এজন্য দশশীলকে বলা হয় প্রব্রজ্যা শীল বা শ্রামণ্য শীল। ভিক্ষুরা পালন করেন পাতিমোক্ষ শীল।

শ্রমণদের শীল গ্রহণ

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ১৯

তোমাদের বাড়িতে ও প্রতিবেশী কাউকে শীল গ্রহণ ও পালন করতে দেখেছ? অভিজ্ঞতাটি বর্ণনা করো।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ২০

বিভিন্ন রকম শীল সম্পর্কে চিন্তা করো এবং শীলসমূহের নাম লিখে নিচের প্রবাহচিত্রটি পূর্ণ করো। শ্রেণিতে অন্যদের সাথে প্রবাহচিত্রটি বিনিময় করো অথবা তোমার তৈরি করা প্রবাহচিত্রটি শ্রেণিতে অন্যদের দেখাও।

শীল পালনের প্রয়োজনীয়তা

বৌদ্ধধর্মের পালনীয় বিধি-বিধানের মধ্যে 'শীল' অন্যতম। তাই 'শীল'কে বলা হয় সমস্ত কুশল ধর্মের আদি। মানবজীবনে শীল অমূল্য সম্পদ। শীল পালন ছাড়া নিজেকে সংযত ও নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। শীল পালনের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর পথে পরিচালিত করা যায়, নৈতিক জীবনযাপন করা যায়। শীল পালন না করলে বিচার, বিবেচনা ও বুদ্ধি লোপ পায়। খারাপ কাজ বা খারাপ অভ্যাসে যে ব্যক্তি অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তার পক্ষে সহজে সে অভ্যাস ত্যাগ করা কঠিন। যারা শীল চর্চা করে, তারা খারাপ কাজে জড়িত হয় না। নিজের এবং অপরের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য শীল পালনের মতো আর কিছু নেই। শীল পালনের মাধ্যমে মন শান্ত হয়। মন শান্ত হলে সকল প্রকার অনৈতিক কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখা যায়। তাই আমাদের অবশ্যই নিয়মিত শীল পালনের অভ্যাস করতে হবে। শীল পালনের মাধ্যমে পরিবারে যেমন শান্তি-শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়, তেমনি পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। এর মাধ্যমে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। যা কুশল, সত্য ও সুন্দর তার সবই শীলে রয়েছে। যাঁরা নিজের জীবনকে মহৎ করে তুলেছেন, তাঁরা সবাই শীল পালন করেছেন। সুতরাং শীল পালনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ২১

শীলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিন্তা করো, সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং নিচে চিন্তাগুলো লিখে রাখো।

পঞ্চশীল

গৃহী বৌদ্ধদের প্রতিদিন পালনীয় পাঁচটি শীলকে পঞ্চশীল বলে। প্রতিদিন পালন করা হয় বলে পঞ্চশীলকে নিত্যপালনীয় শীলও বলা হয়। এগুলো পালনের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় বা স্থান নেই। সবসময় সব জায়গায় পঞ্চশীল পালন করা যায়।

পঞ্চশীলের প্রথম শীলটি প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। প্রত্যেকে নিজের জীবনকে ভালোবাসে। তাই কোনো প্রাণীকে আঘাত এবং হত্যা করা উচিত নয়। প্রথম শীলটি দ্বারা কেবল প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকা বোঝায় না, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যে কোনো প্রাণীর ক্ষতিসাধন হতে বিরত থাকার শিক্ষাও দেয়। এই শীলটি ছোট-বড়, হীন-উত্তম, দৃশ্য-অদৃশ্য সকল প্রাণীকে রক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

দ্বিতীয় শীলটি অদত্তবস্তু বা অন্যের জিনিস না বলে নেওয়া থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। অন্যের জিনিস অনুমতি ছাড়া নেওয়া একটি সামাজিক অপরাধ। যার জন্য সাজা বা দণ্ড ভোগ করতে হয় এবং সুনাম নষ্ট হয়। পরিবারে দুর্ভোগ নেমে আসে। তাই অদত্তবস্তু নেওয়ার মানসিকতা ত্যাগ করা উচিত।

শ্রেণিকক্ষে সহপাঠীর বই, খাতা, কলম, পেনসিল প্রভৃতি না বলে নেওয়া উচিত নয়। পঞ্চশীলের দ্বিতীয় শীল মানুষকে শুধু অদত্তবস্তু গ্রহণ থেকে বিরত রাখে না, সৎ উপায়ে নিজের পরিশ্রমে অর্জিত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করার শিক্ষাও দেয়। লোভহীন জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

তৃতীয় শীলটি সকল লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ (ব্যভিচার) না করার শিক্ষা দেয়। নিজের ভাই ও বোনকে যেমন করে আমরা শ্রদ্ধা করি, তেমনি সকল শ্রেণি, পেশা ও লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা দেখানো উচিত। এভাবে তৃতীয় শীল মানুষকে সংযত ও নৈতিক জীবনযাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ হয়।

চতুর্থ শীলটি মিথ্যা কথা না বলার শিক্ষা দেয়। যারা সত্য কথা বলে না তাদেরকে সবাই অপছন্দ করে, অবিশ্বাস করে এমনকি ঘৃণা করে। যারা মিথ্যা বলে, তারা সবসময় নিন্দার পাত্র হয়। এই শীল মানুষকে কর্কশ, অপ্রিয়, অশ্লীল, কটু, অসার কথা, পরনিন্দা ও সত্য গোপন করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। এর ফলে মানুষের মন পরিশুদ্ধ থাকে।

পঞ্চম শীল কোনো প্রকার মাদক বা নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ না করার শিক্ষা দেয়। নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে মানুষের চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়। বিবেক, বুদ্ধি এবং হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। এর ফলে স্বাস্থ্য, ধর্ম, সম্পদ এবং সম্মান নষ্ট হয়। মাদক গ্রহণকারী নানা রকম পাপকর্মে জড়িত হয়ে মানুষের ক্ষতি করে। এমনকি দুরারোগ্য অসুখে আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রাণ হারায়। নেশা গ্রহণকারীকে কেউ পছন্দ করে না। তারা সারাজীবন নরকযন্ত্রণা

ভোগ করে। তাদেরকে পরিবারে ও সমাজে কেউ সম্মান করে না। যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন শারীরিকভাবে ও মানসিকভাবে কষ্ট পায়। ধূমপানও এক ধরনের নেশা, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

পঞ্চশীলের পাঁচটি কাজ তিনটি উপায়ে সম্পাদিত হতে পারে। যেমন– নিজে করা, অন্যকে দিয়ে করানো বা করার জন্য অন্যকে অনুমতি দেওয়া। এই উপায়ে পাঁচটি পাপকর্ম করা থেকে বিরত থাকাই পঞ্চশীল পালনের মূলকথা।

পঞ্চশীল গ্রহণের নিয়ম

নিয়মিত বিহারে গিয়ে অথবা ঘরে থেকে পঞ্চশীল গ্রহণ করা যায়। পঞ্চশীল গ্রহণ করার আগে অবশ্যই মুখ, হাত ও পা পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হয় এবং পরিষ্কার কাপড় পরতে হয়। এভাবে পঞ্চশীল গ্রহণে মনে প্রশান্তি আসে। পঞ্চশীল গ্রহণের সময় করজোড়ে হাঁটু ভাঁজ করে বসতে হয়।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ২২

শীল গ্রহণের প্রক্রিয়াটি অভিনয় করে দেখাও। অথবা, শীল গ্রহণের প্রক্রিয়ার একটি ছবি নিচে আঁকো।

পঞ্চশীল গ্রহণ

পঞ্চশীল প্রার্থনা

পঞ্চশীল গ্রহণের আগে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের এবং ভিক্ষুবন্দনা করে ভিক্ষুর কাছে পঞ্চশীল প্রার্থনা করতে হয়। পালি ভাষায় প্রার্থনাটি এ রকম:

ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেনসহ পঞ্চশীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

দুতিযম্পি ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেনসহ পঞ্চশীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

ততিযম্পি ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেনসহ পঞ্চশীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, একজন প্রার্থনা করলে 'অহং' এবং বহুজনে করলে 'যাচাম' হবে।

বাংলা অনুবাদ

ভন্তে অবকাশপূর্বক (ভন্তে আপনার অবসর হলে) সম্মতি প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে দয়া করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

দ্বিতীয়বার ভন্তে অবকাশপূর্বক (ভন্তে আপনার অবসর হলে) সম্মতি প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে দয়া করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

তৃতীয়বার ভন্তে অবকাশপূর্বক (ভন্তে আপনার অবসর হলে) সম্মতি প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে দয়া করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

ভিক্ষু: যমহং বদামি তং বদেথ (আমি যা বলছি তা বলুন)।

শীল গ্রহণকারী: আম ভন্তে (হ্যাঁ ভন্তে বলছি)

ভিক্ষু: নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স (তিনবার বলতে হবে)।

এরপর ভিক্ষু ত্রিশরণ গ্রহণ করতে বলবেন।

ত্রিশরণ

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি (আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি)।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি (আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি)।
সংঘং সরণং গচ্ছামি (আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি)।

দুতিযম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং গচ্ছামি।
ততিযম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং গচ্ছামি।

ভিক্ষু: সরণা গমনং সম্পন্নং (শরণে গমন বা শরণ গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে)।

শীল প্রার্থনাকারী: আম ভন্তে (হ্যাঁ ভন্তে)।

তারপর ভিক্ষু পঞ্চশীল প্রদান করবেন এবং শীল গ্রহণকারী তা মুখে মুখে বলবেন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ২৩

পঞ্চশীল অনুশীলন ও চর্চার জন্য এসো শপথ গ্রহণ করি। সমবেতভাবে পঞ্চশীল পালনের জন্য শপথ গ্রহণ করব। তোমার শিক্ষক শপথবাক্য পাঠ করাবেন।

পঞ্চশীল (পালি)

পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
সুরা-মেরেয-মজ্জ পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

বাংলা অনুবাদ:

আমি প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
আমি অদত্তবস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
আমি ব্যভিচার থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
আমি মিথ্যাকথা বলা থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
আমি সুরা এবং মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

পঞ্চশীল পালনের সুফল

পঞ্চশীল পালনের সুফল অনেক। আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সম্পর্কীয় কতগুলি ভালো অভ্যাস যদি শৈশবেই আয়ত্ত করা যায়, তাহলে আমাদের সামাজিক জীবন সুন্দর ও প্রীতিকর হয়। তাই পঞ্চশীল পালনের অভ্যাস গঠিত হলে ব্যক্তির মানসিক উন্নতি হয় এবং মনের কালিমা দূর হয়। মন শান্ত ও সংযত হয়। এছাড়াও পঞ্চশীল মানুষকে কথা বলায় সংযত করে, আচরণে বিনয়ী ও ভদ্র করে। অনৈতিক ও পাপকাজ থেকে বিরত রেখে সৎকাজে উৎসাহিত করে। শীল পালন সম্পর্কে বুদ্ধ বলেছেন, ফুলের গন্ধ কেবল বাতাসের অনুকূলে যায়, প্রতিকূলে যায় না। কিন্তু শীলবান ব্যক্তির প্রশংসা বাতাসের অনুকূলে যেমন যায়, তেমনি প্রতিকূলেও যায়। অর্থাৎ প্রশংসা ও সুনাম সবসময় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাকথা বলা, মাদকদ্রব্য গ্রহণ প্রভৃতি অকুশল কর্ম মানুষের জীবনকে কলুষিত করে। কলুষিত বা অমার্জিত ব্যক্তি পরিবার ও সমাজে নানারকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। অপরদিকে শীলবান ব্যক্তি সকল প্রকার অকুশল কর্ম থেকে বিরত থাকেন। ফলে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সুন্দর ও সুখময় হয়। সুতরাং, প্রত্যেকের পঞ্চশীল চর্চা করা উচিত।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ২৪

জোড়া গঠন করো এবং জোড়ায় লিখিত প্রশ্নের উপর প্রতিফলন করো। তোমার চিন্তা ও প্রতিফলন শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

তোমরা কী শীল গ্রহণ ও পালন করো?

শীল পালন করলে জীবনে কী পরিবর্তন আসে?

শীল পালনের মাধ্যমে সমাজে কী পরিবর্তন আসে?

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ২৫

বিগত কয়েকদিন তুমি কি কি ধর্মীয় কাজের চর্চা ও পালন করেছ, তা লেখো। (একক কাজ)

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ২৬

এসো নিজে করি: কিছু মানবিক গুণাবলি ও নৈতিক কাজ পরিবার এবং সমাজে চর্চার জন্য নিজ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করো। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজগুলো করছ কি না, তার রেকর্ড নিচের ছকের মাধ্যমে সংরক্ষণ করো। যে কাজগুলো তুমি করেছ, তার পাশে তারকা চিহ্ন (★) দাও। তোমার অভিভাবককেও তোমার কাজের মূল্যায়ন করতে বলো এবং তুমি নিজেও নিজের কাজকে মূল্যায়ন করো। দুটি মূল্যায়নের তথ্যই নিচের ছকে লিখে রাখো। শিক্ষকের মূল্যায়নের তথ্যও নিচের ছকে লিখে রাখো।

মানবিক গুণাবলি ও নৈতিক কাজ চর্চা এবং শ্রেণিতে সক্রিয়তার মূল্যায়ন ছক: শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন

ব্যক্তিগত পর্যায়				
ক্ষেত্র/ সপ্তাহ	পরিচ্ছন্নতা চর্চা করা	সহিষ্ণুতা (সহ্য করার ক্ষমতা) পোষণ করা	সহযোগিতা করা	সহমর্মিতা (অন্যের দুঃখ বুঝা) পোষণ করা
প্রথম				
দ্বিতীয়				
তৃতীয়				
চতুর্থ				
পারিবারিক পর্যায়				
ক্ষেত্র/ সপ্তাহ	বাবা-মার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা	বড়দের আদেশ মেনে চলা	ছোটদের প্রতি দায়িত্বশীল থাকা	অন্যের কাজে সহযোগিতা করা
প্রথম				
দ্বিতীয়				
তৃতীয়				
চতুর্থ				
বিদ্যালয় পর্যায়				
ক্ষেত্র/ সপ্তাহ	শিক্ষকের প্রতি বিনয়ী থাকা	সতীর্থদের প্রতি দায়িত্ববান থাকা	কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকা	সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা
প্রথম				
দ্বিতীয়				
তৃতীয়				
চতুর্থ				
পঞ্চশীল চর্চা				
ক্ষেত্র/ সপ্তাহ	প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকা	মিথ্যাকথা বলা থেকে বিরত থাকা	অদত্তবস্তু বা অন্যের জিনিস না বলে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা	লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষকে অসম্মান করা (ব্যভিচার) থেকে বিরত থাকা
প্রথম				
দ্বিতীয়				
তৃতীয়				
চতুর্থ				

মানবিক গুণাবলি ও নৈতিক কাজ চর্চা এবং শ্রেণিতে সক্রিয়তার মূল্যায়ন ছক: শিক্ষকের মূল্যায়ন

ব্যক্তিগত পর্যায়				
ক্ষেত্র/ সপ্তাহ	পরিচ্ছন্নতা চর্চা করা	সহিষ্ণুতা (সহ্য করার ক্ষমতা) পোষণ করা	সহযোগিতা করা	সহমর্মিতা (অন্যের দুঃখ বুঝা) পোষণ করা
প্রথম				
দ্বিতীয়				
তৃতীয়				
চতুর্থ				
পারিবারিক পর্যায়				
ক্ষেত্র/ সপ্তাহ	বাবা-মার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা	বড়দের আদেশ মেনে চলা	ছোটদের প্রতি দায়িত্বশীল থাকা	অন্যের কাজে সহযোগিতা করা
প্রথম				
দ্বিতীয়				
তৃতীয়				
চতুর্থ				
বিদ্যালয় পর্যায়				
ক্ষেত্র/ সপ্তাহ	শিক্ষকের প্রতি বিনয়ী থাকা	সতীর্থদের প্রতি দায়িত্ববান থাকা	কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকা	সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা
প্রথম				
দ্বিতীয়				
তৃতীয়				
চতুর্থ				
পঞ্চশীল চর্চা				
ক্ষেত্র/ সপ্তাহ	প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকা	মিথ্যাকথা বলা থেকে বিরত থাকা	অদত্তবস্তু বা অন্যের জিনিস না বলে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা	লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষকে অসম্মান করা (ব্যভিচার) থেকে বিরত থাকা
প্রথম				
দ্বিতীয়				
তৃতীয়				
চতুর্থ				

মানবিক গুণাবলি ও নৈতিক কাজ চর্চা এবং শ্রেণিতে সক্রিয়তার মূল্যায়ন ছক: অভিভাবককের মূল্যায়ন

ব্যক্তিগত পর্যায়				
ক্ষেত্র/ সপ্তাহ	পরিচ্ছন্নতা চর্চা করা	সহিষ্ণুতা (সহ্য করার ক্ষমতা) পোষণ করা	সহযোগিতা করা	সহমর্মিতা (অন্যের দুঃখ বুঝা) পোষণ করা
প্রথম				
দ্বিতীয়				
তৃতীয়				
চতুর্থ				
পারিবারিক পর্যায়				
ক্ষেত্র/ সপ্তাহ	বাবা-মার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা	বড়দের আদেশ মেনে চলা	ছোটদের প্রতি দায়িত্বশীল থাকা	অন্যের কাজে সহযোগিতা করা
প্রথম				
দ্বিতীয়				
তৃতীয়				
চতুর্থ				
বিদ্যালয় পর্যায়				
ক্ষেত্র/ সপ্তাহ	শিক্ষকের প্রতি বিনয়ী থাকা	সতীর্থদের প্রতি দায়িত্ববান থাকা	কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকা	সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা
প্রথম				
দ্বিতীয়				
তৃতীয়				
চতুর্থ				
পঞ্চশীল চর্চা				
ক্ষেত্র/ সপ্তাহ	প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকা	মিথ্যাকথা বলা থেকে বিরত থাকা	অদত্তবস্তু বা অন্যের জিনিস না বলে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা	লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষকে অসম্মান করা (ব্যভিচার) থেকে বিরত থাকা
প্রথম				
দ্বিতীয়				
তৃতীয়				
চতুর্থ				

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ২৭

নিজ কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও মানবিক গুণাবলি চর্চার অভিজ্ঞতাটি তোমার কেমন লাগল, তা নিচের ছকে লিখে শিক্ষকের সাথে বিনিময় করো।

ধারণাচিত্র ও নিজ কর্মপরিকল্পনার শিখন কার্যক্রম ফলাবর্তন ছক (শিক্ষার্থীর জন্য)

কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে? (ভালো দিক)	
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ? (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)	
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?	
ভবিষ্যতে আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়? (পরামর্শ)	

ফিরে দেখা: নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে তারকা (★) চিহ্ন দাও, না হলে না এর ঘরে ক্রস (X) চিহ্ন দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না
১৮		
১৯		
২০		
২১		
২২		
২৩		
২৪		
২৫		
২৬		
২৭		

সব শীল পালন করি
নৈতিক জীবন গড়ি।

চতুর্থ অধ্যায়

দান

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব–

- দান কী;
- দানের প্রকারভেদ;
- দানের বৈশিষ্ট্য;
- দান কাহিনি;
- দান ও দানের সুফল সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশ।

দান কী?

দান একটি মানবিক কাজ। মানুষ যেসব ভালো কাজ করে, তার মধ্যে দান অন্যতম। সাধারণত নিঃস্বার্থ ও শর্তহীনভাবে যা দেওয়া হয়, তা-ই দান। প্রতিদান বা বিনিময়ের আশায় দান করা হয় না। তাই অপরের উপকারের জন্য যিনি দান করেন, তিনি সমাজে মহৎ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হন। অনেক কিছুই দান করা যায়; যেমন– খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, ওষুধ, শিক্ষা উপকরণ, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, রক্ত, গৃহ, বিহার, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, সেতু, ধর্ম, জ্ঞান, সেবা প্রভৃতি। অন্নহীনকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, দরিদ্র রোগীকে ওষুধ, দরিদ্র শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপকরণ দান, অঙ্গহীনকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা রক্ত দান হচ্ছে উত্তম দানকর্ম। মানুষ অন্যের উপকারের জন্য নিজের ভোগের জিনিস ত্যাগ করেন। তাই দানের অপর নাম ত্যাগ। বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব জীবনে বহুরকম দান করে পারমী পূর্ণ করেছেন। দান পারমী পূর্ণ করা ছাড়া নির্বাণ লাভ সম্ভব নয়। বৌদ্ধধর্মে দানের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আমাদেরও দানচর্চা করা উচিত।

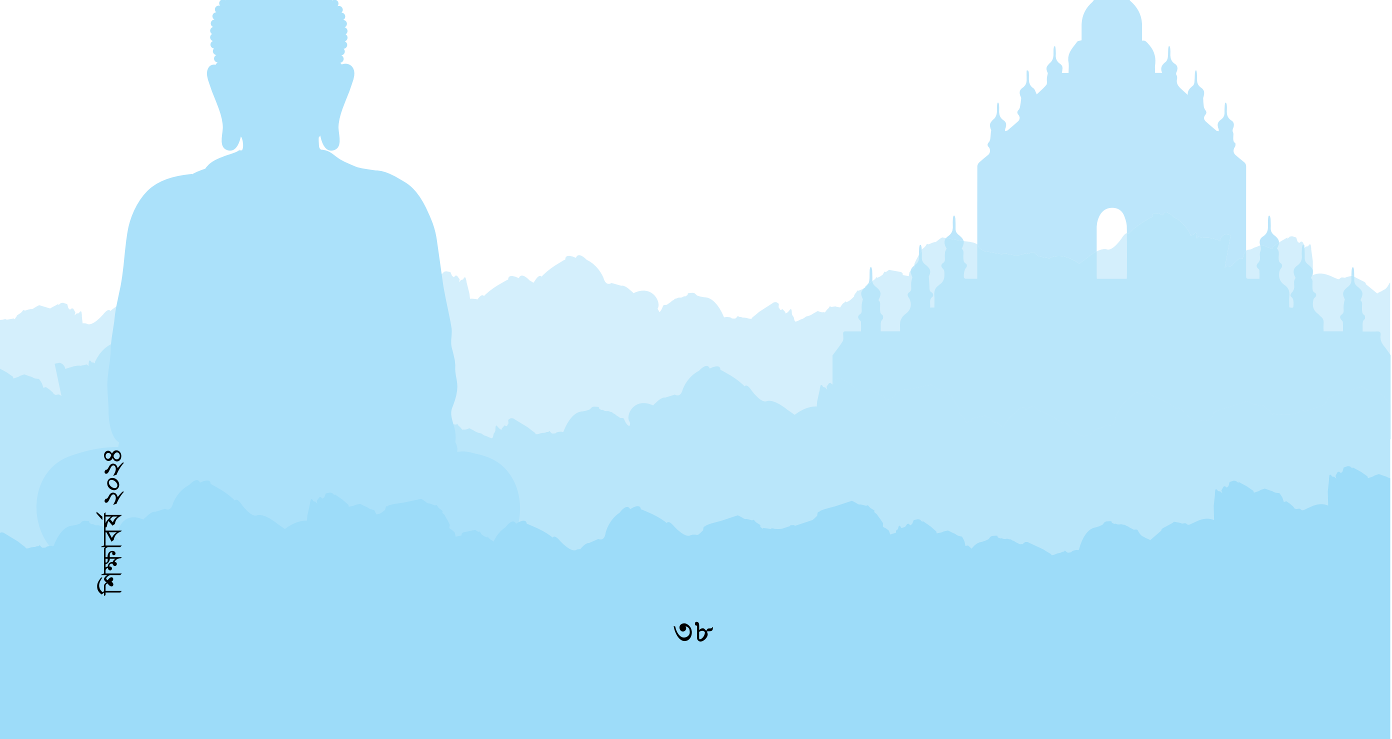

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ২৮

ধর্মীয় দান অনুষ্ঠানের ছবি সংযুক্ত করো অথবা নিচে আঁকো

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ২৯

তুমি কী কী দান করেছ, তার একটি তালিকা তৈরি করো (একক কাজ)।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পিণ্ডাচরণ

দানের প্রকারভেদ

বৌদ্ধধর্ম অনুসারে, দানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে যে কোনো সময় যে কোনো বস্তু দান করা যায়; আবার একক কিংবা সামষ্টিকভাবেও দান দেওয়া যায়। এদিক থেকে বৌদ্ধধর্মে আচার-আনুষ্ঠানিক ও ধর্মীয়ভাবে কয়েক প্রকার দান দেওয়ার রীতি আছে। এসব হলো– পিণ্ডদান, সংঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান, কল্পতরু দান, কঠিন চীবর দান ইত্যাদি। এখানে পিণ্ডদানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো:

পিণ্ডদান

পিণ্ডদান বৌদ্ধদের প্রতিদিনের দানের মধ্যে পড়ে। ‘পিণ্ড’ শব্দের অর্থ হলো আহার্য বা খাবার। বৌদ্ধভিক্ষু প্রতিদিন তাঁর খাবার সংগ্রহের জন্য ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বৌদ্ধ গৃহীদের বাড়ির সামনে উপস্থিত হন। এ সময় গৃহী বৌদ্ধরা শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষুর ভিক্ষাপাত্রে তুলে দেন। এই দানকে বলে ‘পিণ্ডদান’। ভিক্ষু সংগৃহীত পিণ্ড বিহারে এসে আহার করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের খাবার সংগ্রহের এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ‘পিণ্ডাচরণ’। বুদ্ধের সময় থেকে এ রীতি প্রচলিত। বর্তমানেও এ রীতির প্রচলন আছে। পিণ্ডদানের আরও দুটি প্রক্রিয়া রয়েছে। সেগুলো হলো– পালাক্রম অনুযায়ী পিণ্ডদান এবং ভিক্ষুকে গৃহে আমন্ত্রণ করে পিণ্ডদান।

পালাক্রম অনুযায়ী পিণ্ডদান: কোনো অঞ্চল বা গ্রামে দায়ক-দায়িকারা বিহারের ভিক্ষু ও শ্রমণদের জন্য পালাক্রমে পিণ্ডদান দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ ব্যবস্থায় গৃহীরা নির্ধারিত দিনে বিহারে অবস্থানকারী ভিক্ষু ও শ্রমণদের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার বিহারে নিয়ে দান করেন। পালাক্রমে দেওয়া এ পিণ্ডদান বৌদ্ধদের কাছে পালার 'ছোয়াইং' নামে পরিচিত।

আমন্ত্রণক্রমে পিণ্ডদান: ভিক্ষু ও শ্রমণদের গৃহে আমন্ত্রণ জানিয়ে যে পিণ্ডদান করা হয়, তা 'আমন্ত্রণক্রমে পিণ্ডদান'। বৌদ্ধরা তাঁদের ইহজাগতিক মঙ্গল কামনায় অথবা মৃত আত্মীয়-পরিজনদের পারলৌকিক সদ্‌গতির জন্য ভিক্ষুকে গৃহে আমন্ত্রণ করে পিণ্ডদান করেন। ভিক্ষু পিণ্ড গ্রহণ করে পঞ্চশীল প্রদানসহ সূত্রপাঠের মাধ্যমে গৃহীর জাগতিক ও মৃত আত্মীয়দের জন্য পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করেন। এভাবে ভিক্ষুকে গৃহে আমন্ত্রণ জানানোকে বলা হয় 'ফাং'।

বাংলাদেশের বৌদ্ধরা উপরের এক বা একাধিক উপায়ে পিণ্ডদান করেন। পরিবারের সঙ্গে ছোট সদস্যরাও এসব দানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে তাদের মধ্যেও দানচেতনার সৃষ্টি হয়। এভাবে তারা ভিক্ষু সংঘের পাশাপাশি অভাবী মানুষ এমনকি ক্ষুধার্ত পশু-পাখিকেও প্রয়োজনীয় খাবার দিতে ছোটবেলা থেকে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

বৌদ্ধধর্মে আনুষ্ঠানিক ও বস্তুগত দান ছাড়া অবস্তুগত দানের কথাও উল্লেখ আছে। যেমন– কাজে সহযোগিতা, জ্ঞান দান, মৈত্রী দান, মঙ্গল কামনা, পুণ্যদান প্রভৃতি।

ভিক্ষুকে চীবর দান করা হচ্ছে

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৩০

পরিবার ও সমাজে তোমার/তোমাদের দেখা দানের কিছু উদাহরণ দাও (একক/দলগত কাজ)।

★

★

★

★

★

★

দানের বৈশিষ্ট্য

বৌদ্ধধর্মে কেবল নিঃস্বার্থভাবে কোনো কিছু দান করলেই তা 'দান' হয় না। দানের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যথা: বস্তু সম্পত্তি, চিত্ত সম্পত্তি এবং প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি।

বস্তু সম্পত্তি

বৌদ্ধধর্ম মতে, সৎ উপায়ে অর্জিত বস্তু দান করতে হয়। অর্থাৎ দানীয় বস্তুটি ন্যায়সঙ্গতভাবে অর্জিত হয়েছে কি না, তা বিবেচনা করা উচিত। সৎ উপায়ে অর্জিত বস্তু বা টাকা-পয়সাকে বলে বস্তু সম্পত্তি। তাই অসদুপায়ে অর্জিত টাকা-পয়সা বা বস্তু দান করা উচিত নয়।

চিত্ত সম্পত্তি

'চিত্ত' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'মন'। বৌদ্ধধর্মে দান দেওয়ার আগে মনে কুশল চিন্তা সহকারে দানচেতনা উৎপন্ন করতে হয়। দান দেওয়ার আগে, দানের সময় এবং দানের পরে মনের মধ্যে সন্তুষ্টি, প্রসন্নতা এবং আনন্দ অনুভব করা একান্ত প্রয়োজন। লোভ, দ্বেষ, মোহমুক্ত হয়ে দানকর্ম সম্পাদন করতে হয়। দানের সময় মনের এমন অবস্থাকে বলে চিত্ত সম্পত্তি।

প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি

বৌদ্ধধর্মে দানের ক্ষেত্র বা গ্রহীতা সম্পর্কেও বিচার-বিবেচনা করতে বলা হয়েছে। কারণ, দানের ফল নির্ভর করে গ্রহীতার চারিত্রিক শুদ্ধতার উপর। অর্থাৎ দান গ্রহীতাকে একজন ভালো মানুষ হতে হবে এবং তাঁর কাছে দানীয় বস্তুটির প্রয়োজন থাকতে হবে। বিবেচনা না করে দান করলে উল্টো ফলও হতে পারে। যেমন—যদি একজন নিষ্ঠুর ডাকাতকে অর্থ দান করা হয়, সে তা দিয়ে মারণাস্ত্র কিনে মানুষ হত্যা করতে পারে। এমনকি বেশি লাভের আশায় দাতাকেও হত্যা করতে পারে। তাই দানগ্রহীতা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করা উচিত। বৌদ্ধধর্মে দান করার উপযুক্ত পাত্রকে বলা হয় প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৩১

দানের ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয় তার একটি প্রবাহ চিত্র তৈরি করো (একক/দলগত কাজ)। শূন্য বৃত্তগুলো প্রয়োজনীয় শব্দ দিয়ে পূরণ করো

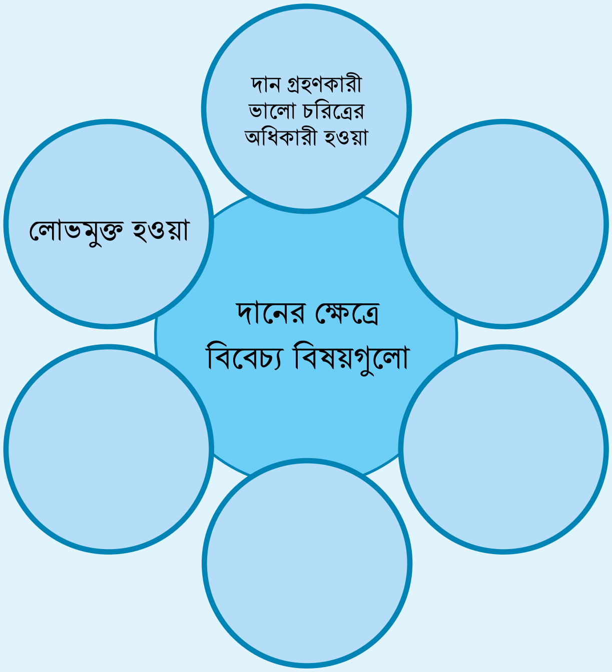

দাতার বৈশিষ্ট্য

বৌদ্ধধর্মে দাতার বৈশিষ্ট্যও নির্দেশ করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে তিন প্রকার দাতার কথা উল্লেখ আছে। যথা: দানদাস, দানসহায় এবং দানপতি।

দানদাস: দাতা অপরের প্রয়োজনীয় যে কোনো কিছু দান করতে পারেন। অনেক দাতা আছেন, যাঁরা নিজে ভালো বস্তু ভোগ করেন, কিন্তু অপরকে দেওয়ার সময় তার চেয়ে খারাপ বস্তু দান করেন। বৌদ্ধধর্মে এ রকম দাতাকে 'দানদাস' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

দানসহায়: অনেক দাতা আছেন, যাঁরা নিজে যে রকম বস্তু ভোগ করেন, অপরকেও একই বস্তু দান করেন। এরকম দাতাকে 'দানসহায়' বলা হয়।

দানপতি: অনেক দাতা আছেন যাঁরা নিজে ভোগে সংযত থেকে অপরকে ভালো ও উন্নত বস্তু দান করেন। এ দাতাকে বলা হয় 'দানপতি'। বৌদ্ধধর্মে দানপতির প্রশংসা করা হয়েছে।

দানদাস

দানসহায়

দানপতি

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৩২

স্বেচ্ছাসেবামূলক একটি কাজ করো এবং তুমি কোন ধরনের দাতা তা চিহ্নিত করো (একক কাজ)।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

পশু-পাখিকে জল দান

দান কাহিনি

অনেক দিন আগের কথা। একবার হিমালয়ে ভয়ানক অনাবৃষ্টি দেখা দিল। সব জলাশয় গেল শুকিয়ে। চারদিকে পানীয় জলের বড় অভাব। তৃষ্ণায় পশু-পাখি সব কাতর হয়ে পড়ল। কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। পশু-পাখির এই যন্ত্রণা দেখে এক ভিক্ষুর মায়া হলো। তিনি জল দানের উদ্দেশ্যে একটি গাছ কেটে ডোঙা তৈরি করলেন। ডোঙাটি জলপূর্ণ করে তিনি পশু-পাখির জলপানের ব্যবস্থা করেন। বনের সব পশু-পাখি সেই ডোঙা থেকে জল পান করতে লাগল। এতে বহু জীবের প্রাণ রক্ষা পেল।

সেখানে প্রতিদিন অসংখ্য প্রাণী জলপান করতে আসতে লাগল। এর ফলে ভিক্ষু তাঁর নিজের খাবারের কথা ভুলে গিয়ে দিনরাত তাদের তৃষ্ণা মেটাতে লাগলেন। ভিক্ষু নিজের আহারের জন্য ফল-মূল সংগ্রহ করার সময় পেতেন না। তা দেখে পশু-পাখিগুলো চিন্তিত হয়ে পড়ল। তাদের তৃষ্ণা মেটানোর কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে ভিক্ষু অনাহারে কষ্ট পাচ্ছিলেন। তারা ঠিক করল, এবার থেকে যে প্রাণী যখন জলপান করতে আসবে, তখন তার সাধ্য অনুসারে ভিক্ষুর জন্য কিছু ফল নিয়ে আসবে। এরপর থেকে প্রতিটি পশু-পাখি জলপান করতে আসার সময় নিজের সাধ্যমতো ফল নিয়ে আসত। এভাবে প্রতিদিন এত ফল আসতে লাগল যে, আশ্রমের পাঁচশ ভিক্ষু সেই ফল খেয়ে শেষ করতে পারতেন না।

এই কাহিনি থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, একজনের সৎকাজের ফল বহুজন ভোগ করতে পারে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৩৩

তোমার জানা কোনো দান কাহিনি অথবা গল্প বলো/নিচে লেখো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

বুদ্ধকে সুজাতার পায়েস দান

দানের সুফল

দানের সুফল বর্ণনা করতে গিয়ে বুদ্ধ বলেছেন:

'দানং তানং মনুস্সানং দানং দুগ্গতি বারনং
দানং সগ্গস্স সোপানং দানং সন্তিকরং পরং।'

অর্থাৎ দান মানুষের ত্রাণকারী, দান মানুষের দুর্গতি বিনাশ করে, দান স্বর্গের সোপানসদৃশ এবং দান ইহ-পরকালে শান্তি সুখ আনে।

এ ছাড়া বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে দানের অনেক সুফলের কথা আছে। এর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুফল নিচে তুলে ধরা হলো:

১. দানের ফলে চিত্ত লোভ-দ্বেষ-মোহমুক্ত হয়।
২. পুণ্য অর্জিত হয়।
৩. যশ-খ্যাতি ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়।
৪. অভাব-অনটন দূর হয়।
৫. শারীরিক শ্রীবৃদ্ধি ও মানসিক প্রশান্তি লাভ হয়।
৬. ইহকাল-পরকাল সুখের ও শান্তিময় হয়।
৭. নির্বাণ লাভের পথ সুগম হয়।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৩৪

দানের সুফলের একটি তালিকা তৈরি করো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৩৫

কোনো একটি দানের দৃশ্য অভিনয় করে দেখাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৩৬

দান বিষয়ে নিজ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি বর্ণনা করো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৩৭

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩২ অনুযায়ী দান ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের অভিজ্ঞতাটি তোমার কেমন লাগল, তা নিচের ছকে লিখে শিক্ষকের সঙ্গে বিনিময় করো।

দান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের অভিজ্ঞতা

কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে? (ভালো দিক)	
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ? (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)	
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?	
ভবিষ্যতে আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়? (পরামর্শ)	

পাখিদের খাবার দান

ফিরে দেখা: নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে তারকা (★) চিহ্ন দাও, না হলে না এর ঘরে ক্রস (X) চিহ্ন দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না
২৮		
২৯		
৩০		
৩১		
৩২		
৩৩		
৩৪		
৩৫		
৩৬		
৩৭		

দানে আনে পুণ্য
দানে জীবন ধন্য।

পঞ্চম অধ্যায়

চতুরার্য সত্য

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব–

- চতুরার্য সত্যের অর্থ;
- চতুরার্য সত্যের পরিচয়;
- আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ;
- চতুরার্য সত্যের গুরুত্ব।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৩৮

উপরের ছবিগুলো দেখে তুমি কী ধারণা পেয়েছ, তা নিচে লেখো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৩৯

তুমি জীবনে কী কী দুঃখ পেয়েছ, তার একটি তালিকা তৈরি করো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৪০

তোমার দুঃখের একটি ঘটনা লেখো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

চতুরার্য সত্য

চতুরার্য শব্দটি 'চতুঃ' এবং 'আর্য' শব্দ যোগে গঠিত। 'চতুঃ' শব্দের অর্থ হলো চার, 'আর্য' শব্দের অর্থ উন্নত, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, উত্তম, বিশুদ্ধ, মূল্যবান, অনুসরণীয় ইত্যাদি। সুতরাং চতুরার্য সত্য বলতে চারটি শ্রেষ্ঠ বা উত্তম সত্য বোঝায়। মহামানব গৌতম বুদ্ধ সুদীর্ঘকাল সাধনা করে উপলব্ধি করেছিলেন– জগতে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিরোধ আছে এবং দুঃখ নিরোধের উপায় আছে। এই চারটি পরম সত্যকে বলে চতুরার্য সত্য। জগৎ যে দুঃখময় তা বোঝানোর জন্য বুদ্ধ চতুরার্য সত্য প্রচার করেন। চতুরার্য সত্য বৌদ্ধধর্মের মৌলিক শিক্ষা। চতুরার্য সত্যকে বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তিও বলা হয়। এ অধ্যায়ে আমরা চতুরার্য সত্য সম্পর্কে জানব।

চতুরার্য সত্যের পরিচয়

তরুণ বয়সে নগর ভ্রমণে বের হয়ে সিদ্ধার্থ ব্যাধি ও জরাগ্রস্ত মানুষকে দুঃখ ভোগ করতে দেখেন। মানুষকে শোক করতে করতে মৃতদেহ নিয়ে যেতে দেখেন। তিনি উপলব্ধি করলেন, মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা রকম দুঃখ ভোগ করে। তারপর এক শান্ত সৌম্য সন্ন্যাসীকে দেখে জানতে পারেন, দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের জন্য তিনি সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেছেন। সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসীকে দেখে খুব খুশি হন এবং দুঃখমুক্তির পথ খোঁজার জন্য গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন। ছয় বছর কঠোর সাধনায় লাভ করেন বুদ্ধত্ব। উপলব্ধি করেন জগতের দুঃখময়তা এবং আবিষ্কার করেন দুঃখমুক্তির উপায়। চতুরার্য সত্য বুদ্ধের এক অনন্য উপলব্ধি। চার আর্য সত্যের পরিচয় নিচে তুলে ধরা হলো–

প্রথম সত্য: দুঃখ আর্যসত্য;

দ্বিতীয় সত্য: দুঃখের কারণ আর্যসত্য;

তৃতীয় সত্য: দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য;

চতুর্থ সত্য: দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য।

■ দুঃখ আর্যসত্য

দুঃখ আর্যসত্যের মূল কথা হলো– জগৎ দুঃখময়। জন্মগ্রহণ করলে দুঃখ ভোগ করতে হয়। দুঃখ নানা প্রকার। বুদ্ধ দুঃখকে আট ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন:

১. জন্ম দুঃখ

২. জরা দুঃখ

৩. ব্যাধি দুঃখ

৪. মৃত্যু দুঃখ

৫. অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ

৬. প্রিয়বিচ্ছেদ দুঃখ

৭. ঈপ্সিত বস্তু অপ্রাপ্তি দুঃখ এবং

৮. পঞ্চস্কন্ধময় এ দেহ ও মন দুঃখময়।

রাজা-প্রজা, ধনী-গরিব এমনকি সব প্রাণী জীবনে কোনো না কোনো সময় এবং কোনো না কোনোভাবে উপরে বর্ণিত দুঃখ ভোগ করে। এই দুঃখগুলো চরম সত্য। জন্মগ্রহণ করলে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে নানা রকম দুঃখ ভোগ করতে হয়। কেউ দুঃখ থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। এই দুঃখকে বলে জন্ম দুঃখ। বৃদ্ধ বয়সে মানুষকে নানা রকম দুঃখ ভোগ করতে হয়। এই দুঃখকে জরা দুঃখ বলে। রোগের কারণে দুঃখ হয়। এই দুঃখ হলো ব্যাধি দুঃখ। অপ্রিয় কিছুর সঙ্গে সংযোগ হলে দুঃখ উৎপন্ন হয়। যেমন– তুমি কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে পছন্দ করো না, যদি সেই বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক হয়, তাহলেও দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে। এই দুঃখকে অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ বলে। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের প্রিয়জন। প্রিয়জন দূরে চলে গেলে বা প্রিয়জনকে ছেড়ে যেতে হলে এবং প্রিয়জন মারা গেলে দুঃখ হয়। এই দুঃখকে বলে প্রিয়বিচ্ছেদ দুঃখ। মানুষ যা চায় তা পাওয়া না গেলেও দুঃখ হয়। এই দুঃখকে ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ বলে। শারীরিক ও মানসিক দুঃখও হয়। শরীরে দণ্ড দিয়ে আঘাত করা হলে, শরীরের কোনো স্থান কেটে বা ছিঁড়ে গেলে দুঃখ-কষ্ট হয়। এই দুঃখকে কায়িক বা শারীরিক দুঃখ বলে। আবার কেউ কটু কথা বললে, বদনাম করলে, হিংসা করলে, ঘৃণা করলে, রাগ দেখালে মনে দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই দুঃখকে মানসিক দুঃখ বলে। এ কারণে পঞ্চস্কন্ধময় দেহ ও মনকে দুঃখময় বলা হয়। অজ্ঞতার কারণে মানুষ দুঃখ সত্যকে বুঝতে পারে না। একমাত্র জন্ম নিরোধ বা নির্বাণ লাভের মধ্য দিয়ে দুঃখের অবসান ঘটে।

সিদ্ধার্থের মৃতদেহ দর্শন

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৪১

তুমি কী কারণে দুঃখ পেয়েছিলে, তা লেখো।
(অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৪০ উল্লিখিত দুঃখের কারণ)

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

দুঃখের কারণ আর্যসত্য

কারণ ছাড়া কোনো কাজ সংঘটিত হয় না। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে, তার কোনো না কোনো কারণ রয়েছে। তেমনি দুঃখেরও কারণ আছে। মানুষ কারণবশত দুঃখ ভোগ করে। অবিদ্যা বা অজ্ঞতা দুঃখের অন্যতম একটি কারণ। অবিদ্যার কারণে তৃষ্ণা সৃষ্টি হয়। তৃষ্ণার কারণে মানুষের মধ্যে লোভ, দ্বেষ, মোহ, কামনা, বাসনা, ক্রোধ, অহংকার প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এসব কারণে মানুষ নানা রকম দুঃখময় কাজে জড়িয়ে পড়ে। ফলে মানুষ শোক-দুঃখ ভোগ করে। অর্থাৎ মানুষ যে দুঃখ ভোগ করে তারও কারণ আছে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৪২

তোমার অনুভূত দুঃখগুলো পাঠ্যবইয়ের উল্লিখিত দুঃখ অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করো (কারণগুলোর স্থানে টিক চিহ্ন দাও)।

জন্ম দুঃখ	জরা দুঃখ	ব্যাধি দুঃখ	অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ	প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ	ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ	শারীরিক দুঃখ	মানসিক দুঃখ

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৪৩

তুমি যে দুঃখ পেয়েছিলে, তা কীভাবে প্রশমিত বা দূর হয়েছিল?

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য

পৃথিবীতে সমস্যা যেমন আছে, তেমনি সমাধানও আছে। রোগ যেমন আছে, রোগের কারণও আছে। রোগের কারণ জানা গেলে রোগ নিরাময় সম্ভব। অর্থাৎ কারণ জানা গেলে সমস্যার সমাধান করা যায়। তেমনি দুঃখের কারণ জানা গেলে দুঃখও নিরোধ বা দূর করা যায়। আমরা জেনেছি অবিদ্যার কারণে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণার কারণে মানুষ বারবার জন্মগ্রহণ করে এবং জন্মের কারণে দুঃখ ভোগ করে। অবিদ্যার বিপরীত শব্দ হচ্ছে বিদ্যা বা প্রজ্ঞা বা জ্ঞান। প্রজ্ঞা দ্বারা তৃষ্ণাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তৃষ্ণার নিয়ন্ত্রণে জন্মের নিরোধ হয়। জন্ম নিরোধ হলে দুঃখের নিরোধ হয়। সুতরাং দুঃখ নিরোধ সম্ভব– এই সত্যই দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য।

■ দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী যথাযথ ওষুধ সেবন করলে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অর্থাৎ, সঠিক উপায় জানা থাকলে যেকোনো সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। দুঃখ নিরোধেরও উপায় আছে। সুতরাং উপায় জানা থাকলে দুঃখকেও নিরোধ করা যায়। বুদ্ধ দুঃখ নিরোধের জন্য আটটি উপায় নির্দেশ করেছেন, যা বৌদ্ধ পরিভাষায় আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত। 'মার্গ' শব্দের অর্থ পথ বা উপায়। বুদ্ধ নির্দেশিত আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করলে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। সেই আটটি মার্গ বা উপায় হলো–

১. সম্যক দৃষ্টি

২. সম্যক সংকল্প

৩. সম্যক বাক্য

৪. সম্যক কর্ম

৫. সম্যক জীবিকা

৬. সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা

৭. সম্যক স্মৃতি এবং

৮. সম্যক সমাধি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৪৪

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পড়ার পর নিচের প্রবাহচিত্রটি সম্পূর্ণ করো।

বুদ্ধের শিক্ষা

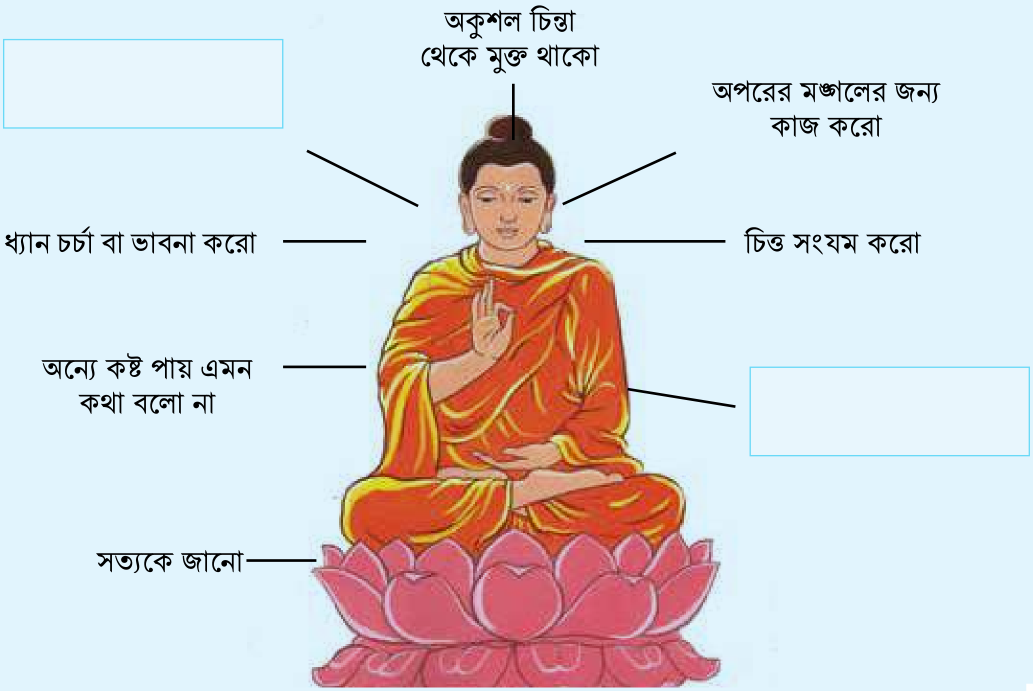

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৪৫

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে আমরা দুঃখ নিরোধ করতে পারি। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের কোন উপায়ে তোমার দুঃখ দূর বা প্রশমিত হয়েছিল, তা শনাক্ত করো এবং নিচে লেখো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

■ চতুরার্য সত্যের গুরুত্ব

চতুরার্য সত্য বৌদ্ধধর্মের মূল শিক্ষা। এই সত্যসমূহ বুঝতে না পারলে বৌদ্ধধর্মকে বোঝা যায় না। বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য– দুঃখ থেকে মুক্তি এবং পরম শান্তি নির্বাণ লাভ করা। বুদ্ধ দেশিত আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ মানুষকে দুঃখ নিরোধের উপায় শিক্ষা দেয়। দুঃখমুক্ত থাকার জন্য আমাদের আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করা উচিত। এই শিক্ষা চতুরার্য সত্য থেকে পাওয়া যায়। তাই চতুরার্য সত্যের গুরুত্ব অনেক।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৪৬

দুঃখ বিষয়ে একটি ছোট গবেষণা পরিকল্পনা করো। নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে গবেষণাটি সম্পন্ন করো।

গবেষণা পদ্ধতি: নিজের অভিজ্ঞতা, সাক্ষাৎকার, অন্যের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা এবং গ্রন্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে করতে পারো।

১. সবার কি দুঃখ হয় অথবা আছে?
২. কেন দুঃখ হয়?
৩. সব দুঃখই কি এক অথবা দুঃখের কি প্রকারভেদ আছে?
৪. দুঃখ কি দূর করা যায়? কীভাবে?

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৪৭

দুঃখ বিষয়ে গবেষণা পরিকল্পনাটি সংক্ষেপে লেখো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৪৮

দুঃখ-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অর্জন অথবা পূর্বের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিফলন করো, তথ্য লিপিবদ্ধ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করো (গবেষণা পরিচালনা করার সময় নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে কাজগুলো করতে হবে)

১. সবার কি দুঃখ হয় অথবা আছে?
২. কেন দুঃখ হয়?
৩. সব দুঃখই কি এক অথবা দুঃখের কি প্রকারভেদ আছে?
৪. দুঃখ কি দূর করা যায়? কীভাবে?

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৪৯

তোমার অনুসন্ধান করা ও গবেষণা থেকে পাওয়া ফলাফল ক্লাসে উপস্থাপন করো।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৫০

তোমার অভিজ্ঞতার আলোকে দুঃখ বিষয়ে একটি গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করো এবং শিক্ষকের কাছে জমা দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৫১

চতুরার্য সত্যবিষয়ক কর্মসহায়ক গবেষণা অভিজ্ঞতাটি তোমার কেমন লাগল, তা নিচের ছকে লিখে শিক্ষকের সঙ্গে বিনিময় করো।

চতুরার্য সত্যবিষয়ক কর্মসহায়ক গবেষণা অভিজ্ঞতা

কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে? (ভালো দিক)	
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ? (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)	
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?	
ভবিষ্যতে আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়? (পরামর্শ)	

ফিরে দেখা: নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে তারকা (★) চিহ্ন দাও, না হলে না এর ঘরে ক্রস (X) চিহ্ন দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না
৩৮		
৩৯		
৪০		
৪১		
৪২		
৪৩		
৪৪		
৪৫		
৪৬		
৪৭		
৪৮		
৪৯		
৫০		

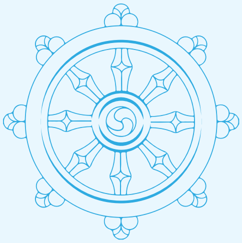

জীবন দুঃখময়
অষ্টমার্গ অনুসরণে দুঃখ করব জয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চরিতমালা

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব–

- সীবলী থেরর জীবন কাহিনি;
- রাজা বিম্বিসারের জীবন কাহিনি;
- ক্ষেমা থেরীর জীবন কাহিনি;
- চরিতমালা পাঠের সুফল।

সীবলী থের

পৃথিবীতে অনেক মহান ব্যক্তি আছেন যাঁরা কাজের কারণে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছেন। ত্রিপিটকে বুদ্ধের বহু শিষ্য-প্রশিষ্য, উপাসক-উপাসিকা এবং বুদ্ধের ধর্মের অনুসারী রাজা-শ্রেষ্ঠীর কথা আছে। তাঁরা বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে, মানব কল্যাণে, শান্তি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁদের জীবন-চরিত পাঠে সৎ ও সুন্দর জীবন গঠন করা যায়; সেবা ও পরোপকারের মনোভাব সৃষ্টি হয়। এই অধ্যায়ে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন– এ রকম তিনজন মহান ব্যক্তির জীবনচরিত সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

■ সীবলী থের

মহালি কুমার ছিলেন লিচ্ছবি রাজ্যের রাজপুত্র। কোলীয় রাজ্যের পরমা সুন্দরী রাজকন্যা সুপ্রবাসা ছিলেন তাঁর স্ত্রী। সীবলী ছিলেন তাঁদের সন্তান। সীবলী মাতৃগর্ভে থাকতেই তাঁদের ঘর প্রচুর অর্থ, সম্পদ ও প্রাচুর্যে ভরে উঠতে শুরু করল। তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন– তাঁদের ঘরে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন। সুপ্রবাসা ছিলেন পুণ্যবতী। তিনি যে বীজ বপন করতেন, তা ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠত। কিন্তু অতীত কর্মফলের কারণে সুপ্রবাসা অনেক গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করেন। তিনি সাত দিন মহাদান দেন এবং পরিশেষে এক পুত্রসন্তান জন্ম দেন। পিতা-মাতা সন্তানের নাম রাখেন সীবলী কুমার। জন্মের পর থেকে পরম আদর-যত্নে সীবলী রাজপরিবারে বড় হতে থাকেন।

বড় হয়ে তিনি বুদ্ধের শিষ্য ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র স্থবিরের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অতীত কর্মফলের কারণে প্রব্রজ্যা গ্রহণের দিনেই তিনি অর্হত্বফল লাভ করেন। তাঁর প্রব্রজ্যার দিন থেকে ভিক্ষুসংঘের লাভ সৎকার বেড়ে যায়। এ ছাড়া, পূর্বজন্মে সীবলী অনেক দান ও অনেক কুশল কর্ম সম্পাদন করেন। সেই কর্মের ফলস্বরূপ তিনি যা চাইতেন, তা লাভ করতেন। এই কারণে ভিক্ষুসংঘে তিনি 'লাভীশ্রেষ্ঠ সীবলী থের বা স্থবির' নামে পরিচিত ছিলেন।

বৌদ্ধরা বিহারে এবং ঘরে বুদ্ধের পাশাপাশি সীবলী থেরকেও নানা ফুল, ফল, পানীয় ও আহার দিয়ে পূজা করেন। পূজার সময় ভক্তি সহকারে 'সীবলী পরিত্রাণ' নামে পরিচিত তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত পাঠ করেন। অনেক পরিবার ঘরে জাঁকজমকভাবে সীবলী পূজার আয়োজন করেন। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন যে, সীবলী থেরকে পূজা নিবেদন করলে এবং 'সীবলী পরিত্রাণ' পাঠ করলে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট ও অভাব দূর হয়; ধন-সম্পদ লাভ হয়। সুখে জীবনযাপন করা যায়। সীবলী থেরর মতো সকলের কুশল ও দানকর্ম সম্পাদন করা উচিত।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৫২

সীবলী থেরর কোন্ বৈশিষ্ট্য তোমাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে– নিচে লেখো।

____

____

____

____

____

____

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

■ রাজা বিম্বিসার

বিম্বিসার ছিলেন মগধের রাজা। তিনি পনেরো বছর বয়সে মগধের সিংহাসনে বসেন এবং বাহান্ন বছর রাজত্ব করেন। মগধরাজ অজাতশত্রু ছিলেন তাঁর পুত্র। রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট ছিলেন। সিংহাসনে বসার পর তিনি বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করেন এবং বুদ্ধের ধর্মের অনুসারী হন। তিনি বুদ্ধকে খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদান অনেক। তাঁর সহযোগিতায় বৌদ্ধধর্ম দ্রুত প্রচার-প্রসার লাভ করে। বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের বসবাসের জন্য তিনি বেনুবন বিহার দান করেন। বুদ্ধ বেনুবন বিহারে উনিশ বর্ষাবাস পালন করেন। এ ছাড়া তিনি ভিক্ষুসংঘকে নিয়মিত ওষুধ-পথ্য দান করতেন। রাজা বিম্বিসারের অনুরোধে বুদ্ধ ভিক্ষুদের উপোসথ প্রথা প্রচলন করেন। অপরদিকে, রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের উপদেশ শুনে রাজ্যে প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ করেন। প্রাণীদের জন্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি তিনি জৈনধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মের তীর্থিকদেরও ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন এবং খাদ্যদ্রব্য ও ওষুধ দিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করতেন। তাঁদের যাতায়াতের সুব্যবস্থা করতেন। রাজা বিম্বিসার ছিলেন খুবই প্রজাবৎসল। প্রজারাও তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি প্রজাদের সুখের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। দরিদ্র প্রজাদের সাহায্যের জন্য তিনি দানশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মহান রাজা নিজপুত্র অজাতশত্রুর হাতে বন্দি হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

বুদ্ধের কাছে রাজা বিম্বিসারের দীক্ষা গ্রহণ

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৫৩

রাজা বিম্বিসারের জীবনী পাঠ করে তুমি তাঁর যেসব গুণ জানতে পেরেছ, তা তোমার নিজ জীবনে কীভাবে অনুশীলন করবে, নিচে লেখো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

ক্ষেমার প্রব্রজ্যা প্রার্থনা

ক্ষেমা থেরী

গৌতম বুদ্ধের সময়ে ক্ষেমা মগধ রাজ্যের সাগল নগরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। তাঁর ছিল নিজের রূপগুণের অহংকার। পরিণত বয়সে মগধরাজ বিম্বিসারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। রাজা বিম্বিসার ছিলেন বুদ্ধের একান্ত ভক্ত। তিনি বুদ্ধকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ক্ষেমাকে বুদ্ধ দর্শনে যাওয়ার জন্য সব সময় উদ্বুদ্ধ করতেন। কিন্তু তাঁর রূপের অহংকারকে বুদ্ধ নিন্দা করবেন ভেবে তিনি যেতে চাইতেন না। অবশেষে রাজার অনুরোধে একদিন তিনি বুদ্ধের কাছে যান। বুদ্ধ তাঁকে রূপের ক্ষণস্থায়িত্ব বোঝানোর জন্য অলৌকিক শক্তি বলে অপূর্ব সুন্দর এক নারী সৃষ্টি করেন। তাঁকে দেখে ক্ষেমা মনে মনে চিন্তা করলেন, আমি এই নারীর দাসী হওয়ারও যোগ্য নই। এরপর, বুদ্ধ সেই নারীকে মধ্যবয়সী এবং মধ্যবয়স হতে বৃদ্ধ বয়সের নারীতে পরিণত করেন। অপূর্ব সুন্দরী সেই নারীর পরিণতি দেখে ক্ষেমা ভাবলেন, একদিন আমার শরীরও এ রকম হবে। এভাবে তিনি রূপের ক্ষণস্থায়িত্ব ও অসারতা উপলব্ধি করলেন। বুদ্ধ তাঁর মনোভাব জেনে তাঁকে অনিত্য সম্পর্কে উপদেশ দান করেন। বুদ্ধের ধর্মবাণী শুনে তিনি গভীর জ্ঞান লাভ করেন। এরপর তিনি ভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশ করে সমস্ত লোভ-দ্বেষ-মোহ ও অহংকার ধ্বংস করে অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়ায় তিনি ভিক্ষুণী সংঘে 'অন্তর্দৃষ্টিতে প্রধান' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৫৪

ক্ষেমা থেরীর কোন বৈশিষ্ট্য তোমাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে, তা নিচে লেখো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

চরিতমালা পাঠের সুফল

মহান মানুষদের জীবনচরিত পাঠে তাঁদের জীবন ও কর্মের নানা দিক সম্পর্কে জানা যায়। সততা, উদারতা, ত্যাগ, সংযম, একাগ্রতা ও অধ্যবসায় মহৎ ব্যক্তিদের জীবনের অনন্য গুণ। তাঁরা সব সময় মৈত্রীপরায়ণ ও মহানুভব। তাঁরা পরের উপকারের জন্য, কল্যাণের জন্য, সুখের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন এবং সকল প্রাণীর সুখের জন্য কুশল কর্ম করেন।

ত্রিপিটকে সীবলী থের, ক্ষেমা থেরী এবং রাজা বিম্বিসারের মতো আরও অনেক মহৎ ব্যক্তির জীবন-চরিত পাওয়া যায়। তাঁরা দেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, সম্প্রীতি, ঐক্য ও সৌহার্দ্যের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। কর্মগুণে তাঁরা হয়েছেন স্মরণীয় ও বরণীয়। অসংখ্য ভালো ও মঙ্গলজনক কর্মের কারণে আজও তাঁরা ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন। তাঁদের জীবনেও সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনা ছিল। কিন্তু তাঁরা কখনো আনন্দে বিভোর বা দুঃখে বিমর্ষ হয়ে মূল্যবোধ ও আদর্শচ্যুত হননি। সব সময় পরহিতে ছিলেন নিমগ্ন। এসব মনীষীর জীবনচরিত পাঠ করলে অনেক সুফল পাওয়া যায়। মহান ও আদর্শ জীবনচরিত মানুষকে মুগ্ধ করে। সৎ ও ন্যায়পরায়ণ আদর্শ জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ করে। সহনশীল, উদার ও পরোপকারী মনোভাব সৃষ্টি করে এবং মানবিক গুণাবলি বিকশিত করে। তাই আমাদের আদর্শ জীবনচরিত পাঠ করা উচিত।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৫৫

চরিতমালা/জীবনী পাঠের সুফলের একটি তালিকা তৈরি করো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৫৬

পাঠ্যবিষয়ের চরিতমালার কোন গুণাবলি তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে?

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৫৭

তোমার মানবিক গুণাবলি চর্চার একটি ঘটনা বলো এবং নিচে লেখো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

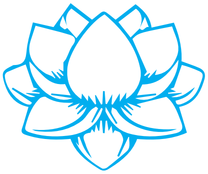

মহৎ লোকের জীবনী পড়ি
আদর্শময় জীবন গড়ি।

সপ্তম অধ্যায়

জাতক

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব –

- জাতক কী?
- শঙ্খজাতক;
- বানরেন্দ্র জাতক;
- জাতক পাঠের উপকারিতা।

জাতক ত্রিপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবনের নানা কাহিনি ও ঘটনা বর্ণিত আছে। বুদ্ধ তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য ও অনুসারীদের কাছে প্রসঙ্গক্রমে এসব কাহিনি ও ঘটনা বর্ণনা করতেন। মূলত ভুল ধারণার সংশোধন, সত্য ও বাস্তব বিষয়ে জ্ঞান এবং নৈতিকতা শিক্ষাদানের জন্যই বুদ্ধ জাতকগুলো ভাষণ করতেন। জাতকে প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। এ কারণে জাতকের ঐতিহাসিক গুরুত্বও রয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা শঙ্খজাতক, বানরেন্দ্র জাতক ও জাতক পাঠের উপকারিতা সম্পর্কে জানব।

শঙ্খজাতক

অতীতে বারানসীর নাম ছিল মোলিনী। রাজা ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে মোলিনী নগরে বুদ্ধ শঙ্খ নামক এক ব্রাহ্মণ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল, শীলবান, মাতা-পিতাভক্ত এবং ত্রিশরণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নগরে চার প্রবেশ পথে, নগরের মধ্যে এবং নিজের ঘরের দুয়ারের পাশে ছয়টি দানশালা নির্মাণ করেন। তিনি প্রতিদিন দুঃস্থ ও পথিকদের শত সহস্র মুদ্রা দান করতেন। মহাদান দিতে দিতে তিনি একদিন চিন্তা করলেন– 'আমার ধন-সম্পদ একদিন শেষ হয়ে যাবে। তখন আমি আর দান দিতে পারব না। ধন-সম্পদ শেষ হবার আগেই আমাকে সুবর্ণভূমিতে গিয়ে আরও ধন অর্জন করতে হবে।' এ চিন্তা করে তিনি স্ত্রী-পুত্রকে কাছে ডেকে বললেন, 'আমি ধন অর্জনে সুবর্ণভূমি যাচ্ছি। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা দানকর্ম অব্যাহত রাখবে।'

এরপর তিনি কয়েকজন সাহায্যকারী নিয়ে বন্দরের দিকে যেতে থাকেন। তখন এক প্রত্যেকবুদ্ধ চিন্তা করে দেখলেন, 'এই মহাপুরুষ ধন আহরণের জন্য যাচ্ছেন। পথে তাঁর এক মহাবিপদ হবে। তাঁকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হবে।' এরপর তিনি ঋদ্ধিশক্তিবলে এক ঘর্মাক্ত পথিকের বেশে শঙ্খের সামনে উপস্থিত হন। শঙ্খ প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখে চিনতে পারলেন এবং ভাবলেন তাঁর যথার্থ দানের ক্ষেত্র উপস্থিত হয়েছে। এরপর তিনি প্রত্যেকবুদ্ধকে শ্রদ্ধাচিত্তে বন্দনা নিবেদন করে একটি ছাতা ও এক জোড়া পাদুকা দান করেন। প্রত্যেকবুদ্ধ দান গ্রহণ করে তাঁকে বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আশীর্বাদ করেন।

আশীর্বাদ গ্রহণ করে শঙ্খ বাণিজ্যতরীতে পণ্য ভর্তি করে সুবর্ণভূমি যাত্রা করেন। সমুদ্রের মাঝপথে শঙ্খের নৌকার তলদেশে একটি ছিদ্র হয়। এতে নৌকার সকল যাত্রী ভয়ে আর্তনাদ করতে লাগলেন। কিন্তু শঙ্খ ভীত না হয়ে উপোসথ ব্রত পালন করতে লাগলেন। তখন চার লোকপাল দেবতা দানশীল, শীলবান, মাতা-পিতাভক্ত এবং ত্রিশরণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল শঙ্খকে রক্ষার জন্য মণিমেখমালা নামক দেবীকে নির্দেশ দিলেন। দেবী মণিমেখমালা শঙ্খকে রক্ষার জন্য উপস্থিত হন এবং শঙ্খের মুখে প্রত্যেকবুদ্ধসহ নানাজনকে দান করার কথা শুনে অভিভূত হন। এরপর দেবী স্বর্ণময় এক নৌকা তৈরি করে সপ্তরত্নে পরিপূর্ণ করে দেন। শঙ্খ সপ্তরত্ন নিয়ে দেশে ফিরে আসেন এবং আমৃত্যু দান দিয়ে ও শীল পালন করে দিনযাপন করতে থাকেন। মৃত্যুর পর শঙ্খ তাঁর পরিজনসহ দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে সুখে বসবাস করতে থাকেন। (সংক্ষেপিত)

উপদেশ: দানশীল ব্যক্তি সকল প্রকার বিপদ হতে রক্ষা পান।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৫৮

শঙ্খজাতক পড়ার পরে তোমার কোনো মহৎ সংকল্প কীভাবে পূরণ করবে, তা লেখো।

____

____

____

____

____

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

■ বানরেন্দ্র জাতক

বারানসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব একবার বানররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পূর্ণ বয়সে তিনি ছিলেন অসাধারণ শক্তির অধিকারী। তিনি একাকী একটি নদীর তীরে বিচরণ করতেন। নদীর অপর পারে ছিল একটি আম-কাঁঠালের দ্বীপ। বোধিসত্ত্ব যে নদীর তীরে থাকতেন, সে নদীর মাঝখানে ছিল পাথরের একটি ছোট পাহাড়। বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন নদীর তীর থেকে এক লাফে সেই পাহাড়ের ওপর এবং সেখান থেকে এক লাফে দ্বীপে গিয়ে পড়তেন। সেই দ্বীপে তিনি পেটভরে আম-কাঁঠাল খেয়ে সন্ধ্যার সময় ঠিক একইভাবে নদী পার হয়ে ফিরে আসতেন।

ঐ নদীতে বাস করত এক কুমির পরিবার। বোধিসত্ত্বকে প্রতিদিন নদী পারাপার হতে দেখে কুমিরের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর তাঁর হৃৎপিন্ড খাওয়ার সাধ হলো। সে তার সাধের কথা কুমিরকে জানাল। স্ত্রীর সাধ পূরণের উদ্দেশ্যে কুমির সন্ধ্যার সময় বোধিসত্ত্বকে ধরার জন্য পাহাড়ের ওপর উঠে বসে থাকল।

বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ফেরার আগে নদীর জল কতদূর বাড়ল, পাহাড়টি কতদূর জেগে থাকল, তা মনোযোগ দিয়ে দেখে নিতেন। সেদিন সন্ধ্যায় পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি লক্ষ করলেন, নদীর জল বাড়েওনি কমেওনি, অথচ পাহাড়ের উপরিভাগ উঁচু হয়ে আছে। তাঁর মনে সন্দেহ হলো। নিশ্চয় তাঁকে ধরার জন্য কুমির সেখানে উঠে বসে আছে। তিনি বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে চিৎকার করে পাহাড়কে ডাকতে থাকলেন, ‘ওহে পর্বত’। কোনো উত্তর না পেয়ে আবার ডাকলেন। এতেও কোনো সাড়া না পেয়ে তিনি বললেন, ‘ভাই পর্বত’ আজ কোনো উত্তর দিচ্ছ না কেন?

কুমির ভাবল, এই পাহাড় নিশ্চয় প্রতিদিন বানরের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। আজ আমি তার পরিবর্তে সাড়া দিই। তখন সে উত্তরে বলল, ‘কে বানরেন্দ্র নাকি’?

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কে’? সে উত্তর দিল, ‘আমি কুমির’।

– তুমি পর্বতের ওপর বসে আছ কেন?
– আমার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর তোমার কলিজা খাওয়ার সাধ হয়েছে। তাই তোমাকে ধরতে বসে আছি।
– কুমির ভাই, আমি তোমাকে ধরা দিচ্ছি। তুমি হা করো, আমি তোমার মুখের ভিতর লাফিয়ে পড়ছি। তখন তুমি আমায় ধরতে পারবে।

কুমির যখন মুখ হা করে, তখন তার দুইচোখ দিয়ে কিছুই দেখতে পায় না। বোধিসত্ত্ব যে কৌশলে নিজের জীবন রক্ষা করতে চেষ্টা করছিলেন, কুমির তা বুঝতে পারেনি। সে বোধিসত্ত্বের কথামতো মুখ হা করে চোখ বন্ধ করে রইল। এই অবস্থায় বোধিসত্ত্ব এক লাফে তার মাথার ওপর এবং আরেক লাফে খুব দ্রুতগতিতে নদীর ওপারে পৌঁছে গেলেন।

কুমির এই কান্ড দেখে অবাক হয়ে বানরের উদ্দেশ্যে বলল, ‘বানরেন্দ্র’ চারটি গুণ থাকলে সব শত্রু জয় করা যায়। সে চারটি গুণ হলো– সত্য, ধৈর্য, ত্যাগ আর বিচক্ষণতা। তোমার মধ্যে এই চারটি গুণই আছে। ‘তোমাকে নমস্কার’।

উপদেশ: ধৈর্য ও বুদ্ধি দিয়ে বিপদের মোকাবিলা করতে হয়।

জাতক পাঠের উপকারিতা

জাতকে অনুসরণীয় অনেক উপদেশ এবং শিক্ষণীয় বিষয় আছে। এসব উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় মানুষের মধ্যে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জাতকের শিক্ষা মানুষকে নৈতিক ও সৎ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে এবং মানুষের মধ্যে পরোপকার, ত্যাগ ও সেবার মনোভাব সৃষ্টি করে। লোভ, দ্বেষ, মোহমুক্ত থাকার জন্য উৎসাহ জাগায়। হিংসা, ক্রোধ ত্যাগ করে সহনশীল ও সহানুভূতিসম্পন্ন হতে সাহায্য করে । মানুষের মধ্যে জাগ্রত করে ঐক্য ও সম্প্রীতির ভাব। এ ছাড়া জাতক পাঠে প্রাচীন ভারতের ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক রীতিনীতি এবং আচার-ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে জানা যায়। এ জন্য জাতক পাঠের উপকারিতা অনেক। নিচে জাতকের কয়েকটি শিক্ষা বা উপদেশ তুলে ধরা হলো:

ক. মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সত্যবাদী ব্যক্তিরা চরম বিপদ হতে রক্ষা পান।
খ. উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পরিণাম ভয়াবহ।
গ. ত্যাগ ও দানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।
ঘ. বিপদে ধৈর্য ধারণ উত্তম মঙ্গল।
ঙ. জীবন সকলের কাছে প্রিয়।
চ. লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।
ছ. ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ।
জ. রাজা ধার্মিক হলে প্রজারাও ধার্মিক হয়।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৫৯

জাতকের কাহিনি পাঠের গুরুত্ব নিচে লেখো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৬০

জাতকের উপদেশের একটি তালিকা তৈরি করো (মানবিক গুণাবলি সম্পর্কিত)।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৬১

চরিতমালা ও জাতকবিষয়ক গল্প শোনা, গল্প বলা, গল্প লেখার অভিজ্ঞতাটি তোমার কেমন লাগল, তা নিচের ছকে লিখে শিক্ষকের সঙ্গে বিনিময় করো।

চরিতমালা ও জাতকবিষয়ক গল্প শোনা, গল্প বলা ও গল্প লেখার অভিজ্ঞতা

কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে? (ভালো দিক)	
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ? (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)	

সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?	
ভবিষ্যতে আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়? (পরামর্শ)	

ফিরে দেখা: নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে তারকা (★) চিহ্ন দাও, না হলে না এর ঘরে ক্রস (X) চিহ্ন দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না
৫২		
৫৩		
৫৪		
৫৫		
৫৬		
৫৭		
৫৮		
৫৯		
৬০		
৬১		

করব চর্চা অহিংসবাণী
মিত্র হবে সকল প্রাণী।

অষ্টম অধ্যায়

তীর্থ স্থান ও ঐতিহাসিক স্থান

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব–

- তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানের পরিচয়;
- তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান দর্শনের প্রভাব;
- বৌদ্ধ তীর্থস্থান: সারনাথ;
- বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান: ময়নামতি শালবন বিহার।

তীর্থস্থান

সাধারণত ধর্মপ্রবর্তক বা প্রচারকের জীবন ও ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থানকে বলা হয় তীর্থস্থান। গৌতম বুদ্ধ এবং তাঁর খ্যাতনামা শিষ্য-প্রশিষ্যদের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থানসমূহ বৌদ্ধ তীর্থস্থান নামে পরিচিত। যেমন– লুম্বিনী বুদ্ধের জন্মস্থান, বুদ্ধগয়া বুদ্ধত্ব লাভের স্থান, সারনাথ প্রথম ধর্মপ্রচারের স্থান এবং কুশিনারা মহাপরিনির্বাণ লাভের স্থান। এসব স্থানই বৌদ্ধ তীর্থস্থান। এসব ছাড়া বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত আরও বহু স্থান রয়েছে। সেসবের মধ্যে অন্যতম হলো– রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সপ্তপর্ণীগুহা ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক স্থান

দেশের গৌরবজনক ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থানই ঐতিহাসিক স্থান। যেমন– সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান, লালবাগের কেল্লা, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, রায়েরবাজার বধ্যভূমি, ঢাকার শহিদ মিনার। তেমনি বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত স্থানগুলো হলো বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান। যেমন– ময়নামতি শালবন বিহার, পাহাড়পুর সোমপুর বিহার, ভাসু বিহার, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, অজন্তা ও ইলোরা গুহা ইত্যাদি। এ অধ্যায়ে আমরা তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান দেখার সুফল এবং সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানব।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৬২

ধর্মীয় তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান বলতে কী বোঝ?

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান দর্শনের প্রভাব

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান দেখার সুফল অনেক। এসব স্থান দেখে দেশ ও ধর্মের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও গৌরব সম্পর্কে জানা যায়। এসব স্থান দেখলে পুণ্যলাভ হয়, ধর্মীয় চেতনার বিকাশ ঘটে, মন উদার হয় এবং দেশপ্রেম জাগে। একইসঙ্গে দেশের সম্পদ ও ঐতিহ্য রক্ষার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এবং শিক্ষকের সঙ্গে এ ধরনের স্থান দেখতে যাওয়া উচিত।

দর্শনীয় স্থানসমূহ জাতীয় সম্পদ। এগুলো দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধরে রাখে। এসবের মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। এ ছাড়া পর্যটনশিল্প হিসেবে রাজস্বও আয় হয়। তাই দর্শনীয় স্থানগুলোর গুরুত্ব অনেক। বিভিন্ন কারণে দর্শনীয় স্থানগুলো ধ্বংস বা নষ্ট হতে পারে। যেমন– সংরক্ষণের অভাব, অযত্ন, নদীভাঙন, বন্যা, ঝড়-বৃষ্টি-তুফান, পশু-পাখির মলত্যাগ, কীট-পতঙ্গের উপদ্রব, লতা-পাতা বা উদ্ভিদজাত সংক্রমণ, বায়ুদূষণ, লুটেরাদের দৌরাত্ম্য, যুদ্ধবিগ্রহ, মানুষের অহেতুক কৌতূহল প্রভৃতি কারণে দর্শনীয় স্থান ধ্বংস বা নষ্ট হতে পারে। তাই এসব গুরুত্বপূর্ণ স্থানের যত্ন নেওয়া ও সংরক্ষণ করা উচিত।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৬৩

তুমি কি কোনো তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান দেখেছ? দেখলে সেই তীর্থস্থান ভ্রমণের কাহিনি লেখো। আর না দেখলে তোমার জানা কোনো তীর্থস্থান সম্পর্কে লেখো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৬৪

তোমার এলাকার তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানগুলোর তালিকা করো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সারনাথের স্তূপ

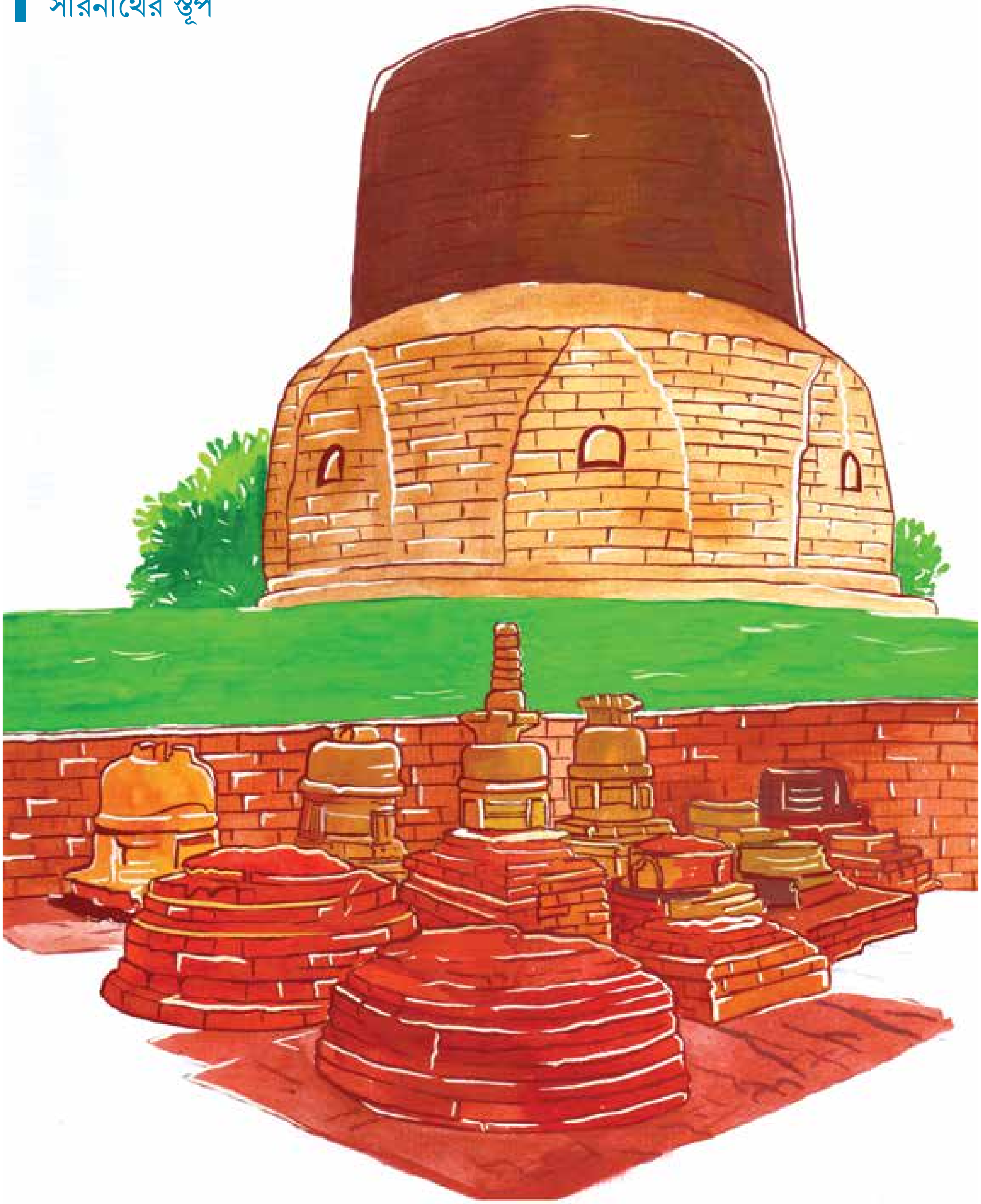

■ বৌদ্ধ তীর্থস্থান: সারনাথ

বৌদ্ধদের চারটি মহাতীর্থস্থানের মধ্যে সারনাথ অন্যতম। সারনাথ বর্তমানে ভারতের উত্তর প্রদেশের বারানসী শহরের কাছে বরুণা নদীর তীরে অবস্থিত। প্রাচীনকালে স্থানটি 'ইসপিতন মৃগদাব' নামে পরিচিত ছিল। বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম বুদ্ধ এ স্থানে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের কাছে প্রথম ধর্ম প্রচার করেন। পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণ হলেন– কৌণ্ডিণ্য, বপ্প, ভদ্দীয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ। সেদিন ছিল শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বুদ্ধের প্রথম ধর্মদেশনা 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র' নামে পরিচিত। বুদ্ধের প্রথম ধর্মদেশনার স্থান হিসেবে সারনাথ মহাতীর্থ স্থানের মর্যাদা লাভ করে।

প্রথম ধর্মদেশনা ছাড়াও নানা কারণে সারনাথের গুরুত্ব রয়েছে। এই স্থানে বুদ্ধ বারানসীর শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ ও তাঁর চুয়ান্নজন বন্ধুকে প্রব্রজ্যা দিয়েছিলেন। প্রথম দীক্ষিত ষাটজন ভিক্ষু নিয়ে গঠিত হয় বৌদ্ধধর্মের প্রথম ভিক্ষুসংঘ। বুদ্ধ সর্বপ্রাণীর মঙ্গলের জন্য এই ভিক্ষুদের দিকে দিকে তাঁর ধর্মবাণী ছড়িয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার শুরু হয়। এই স্থানে বুদ্ধ বহু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দেশনা করেছিলেন।

বুদ্ধের প্রথম ধর্মদেশনার স্থানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সম্রাট অশোক এখানে স্তূপ ও স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। স্তম্ভের মাথায় চারমুখবিশিষ্ট একটি সিংহমূর্তি আছে। এর উপরে রয়েছে একটি ধর্মচক্র। ধর্মচক্র বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের প্রতীক। সিংহমূর্তিটি প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পকলার অনন্য নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়। ধর্মচক্রটি সাম্য, মৈত্রী, শান্তি ও প্রগতির প্রতীকরূপে ভারতের জাতীয় পতাকায় স্থান করে নিয়েছে।

■ বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান: ময়নামতি শালবন বিহার

ময়নামতি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান। আগে ময়নামতি 'রোহিতগিরি' নামে পরিচিত ছিল। 'রোহিতগিরি' বা লাল পাহাড় ঘেরা এই লালমাই অঞ্চলের বৌদ্ধ সভ্যতার অন্যতম নিদর্শন হলো ময়নামতি শালবন বৌদ্ধ বিহার। বর্তমানে ময়নামতি অঞ্চলে যে ধ্বংসস্তূপ দেখা যায় তা প্রকৃতপক্ষে এই শালবন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ। শালবন বৌদ্ধ বিহার কেবল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিল না, বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও ছিল। দেশ–বিদেশ থেকে ভিক্ষু, শ্রমণদের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মের পন্ডিতগণও বিদ্যাশিক্ষার জন্য এখানে আসতেন।

১৯৪৩-৪৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শালবন বিহার আবিষ্কৃত হয়। তৎকালীন সরকার ময়নামতির ২০টি বৌদ্ধ নিদর্শনকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– শালবন বিহার, কুটিলা মুড়া, চারপত্র মুড়া, আনন্দ বিহার, রানি ময়নামতির প্রাসাদ ও মন্দির।

দেববংশের রাজা আনন্দদেবের পুত্র রাজা ভবদেব শালবন বিহার নির্মাণ করেন। বিহারটি বর্গাকৃতির। এতে ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য ১১৫টি কক্ষ আছে। প্রতিটি কক্ষের ভিতরের দেয়ালে রয়েছে তিনটি কুলুঙ্গী। কুলুঙ্গীগুলোতে দেবদেবীর মূর্তি, তেলের প্রদীপ ও লেখাপড়ার জিনিস রাখা হতো। বিহারের দেয়াল সারি সারি পোড়ামাটির ফলকচিত্র দিয়ে অলংকৃত।

খননের ফলে এখানে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। তার মধ্যে আটটি তাম্রলিপি, স্বর্ণমুদ্রা ও অলংকার, রৌপ্যমুদ্রা, ব্রোঞ্জের বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, নানা দেবদেবীর মূর্তি, অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক, অলংকৃত ইট, প্রস্তর-ভাস্কর্য, তামার পাত্র ও দৈনন্দিন ব্যবহারের বিভিন্ন দ্রব্য রয়েছে।

শালবন বিহারের ধ্বংসাবশেষ

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৬৫

তোমার এলাকার আশপাশের কোনো তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করো এবং নিচে ছবি সংযুক্ত করো। অথবা তোমার এলাকার আশপাশের তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের ছবি আঁকো।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৬৬

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণে তুমি কী কী করতে পারো নিচে লেখো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৬৭

তোমার এলাকার আশেপাশে অবস্থিত তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণে তোমরা দলগতভাবে একটি কর্মসূচি তৈরি করো। (যেমন– দলগত ভ্রমণ, সেমিনার আয়োজন, সচেতনতামূলক লিফলেট তৈরি ও বিতরণ, নিকটবর্তী বিহারে পরিচ্ছন্নতা অভিযান)

সেমিনারের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করা যেতে পারে, যেদিন তোমার তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের ছবি প্রদর্শন করা এবং ভ্রমণ কাহিনি বিনিময় করা যেতে পারে।

অথবা

তোমার তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের ছবি এবং ভ্রমণ কাহিনি সংবলিত সচেতনতামূলক লিফলেট তৈরি ও বিতরণ করা যেতে পারে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৬৮

তোমার তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের ছবি প্রদর্শন করো এবং ভ্রমণ কাহিনি শ্রেণিতে সকলের সঙ্গে বিনিময় করো

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৬৯

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ কর্মসূচি

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৭০

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ, তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণের কর্মসূচি ও অভিজ্ঞতা বিনিময় তোমার কেমন লাগল, তা নিচের ছকে লিখে শিক্ষকের সঙ্গে বিনিময় করো।

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ এবং তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ কর্মসূচি

কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে? (ভালো দিক)	
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ? (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)	
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?	
ভবিষ্যতে আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়? (পরামর্শ)	

ফিরে দেখা: নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে তারকা (★) চিহ্ন দাও, না হলে না এর ঘরে ক্রস (X) চিহ্ন দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না
৬২		
৬৩		
৬৪		
৬৫		
৬৬		
৬৭		
৬৮		
৬৯		
৭০		

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান জাতীয় সম্পদ
সংরক্ষণ ও মর্যাদা রাখার করছি শপথ।

নবম অধ্যায়

সহাবস্থান: সকলে আমরা সকলের তরে

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব–

- সহাবস্থান কী;
- বৌদ্ধধর্মে সৌহার্দ্য ও সহাবস্থান;
- সহাবস্থান সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশ;
- সহাবস্থানের সুফল।

মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ একত্রে বসবাস করে আসছে। তাদের মধ্যে ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ এবং পেশার ভিন্নতা সত্ত্বেও মিলেমিশে থাকতে কোনো অসুবিধা হয় না। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাসের জন্য পরস্পরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনে তারা একে অপরের উপকার করে, আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে, ভাব-বিনিময় করে এবং বিপদে-আপদে নানাভাবে সহযোগিতা করে। এক্ষেত্রে ভিন্নতাগুলো কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এভাবে তারা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এদেশে বৌদ্ধধর্মের অনুসারীরা প্রাচীনকাল থেকে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে সুখে-দুঃখে মিলেমিশে বসবাস করছে ।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স, পেশা এবং শ্রেণি নির্বিশেষে সমাজের সকল মানুষকে নিয়ে সহাবস্থান বন্ধনে বসবাস করতে পারা মানবসভ্যতার একটি মৌলিক গুণ।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৭১

ব্লাডব্যাংক/ রক্তদান কর্মসূচি/কমিউনিটি ক্লিনিক/ সদর হাসপাতালে ফিল্ডট্রিপে যাই। ফিল্ডট্রিপ সম্ভব না হলে, নিকটবর্তী কোনো দোকান/ বিপণিবিতান/ফার্মেসিতে যাই, যেখানে বিভিন্ন পেশার, বয়সের, শ্রেণির ও ধর্মের মানুষের সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা দেখার (অভিজ্ঞতা) সুযোগ আছে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৭২

Community service/Field Trip/Documentry/Case Study **থেকে এক সাথে থাকা বিষয়ে যা দেখলে বা উপলব্ধি বা অনুভব করলে, তার উপর রিফ্লেক্ট করো, বলো এবং লেখো।**

বৌদ্ধধর্মে সৌহার্দ্য

বুদ্ধ তাঁর অনুসারীদের সকল ধর্ম, বর্ণ এবং শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে সুন্দর, নৈতিক ও মানবিক আচরণ করতে এবং সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সঙ্গে সহাবস্থানের উপদেশ দিয়েছেন। বুদ্ধের সময়ে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হতো সেই মানুষটি কোন বংশে এবং কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, তার উপর। ফলে নিচুবংশে বা দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করা মানুষগুলো ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক অধিকার থেকে নানাভাবে বঞ্চিত হতো। বুদ্ধ এই সামাজিক প্রথার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বলেন 'জন্মে নয় কর্মের মাধ্যমে মানুষের পরিচয় ও মর্যাদা নির্ধারণ হয়।' এ প্রসঙ্গে ত্রিপিটকের অন্তর্গত ধর্মপদ গ্রন্থের ব্রাহ্মণ বর্গে বুদ্ধ বলেছেন:

ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো

যম্হি সচ্চং চ ধম্মং চ সো সুখী সো চ ব্রাহ্মণো।।

অর্থাৎ জটা, গোত্র এবং জন্মের দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, যিনি সদ্ধর্মের অধিকারী এবং পবিত্র তিনিই সুখী,তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

বুদ্ধ কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ভালোবাসতে বা মঙ্গল কামনা করতে বলেননি। তিনি শুধু মানুষ নয় পশু-পাখি এবং প্রকৃতিকেও ভালোবাসতে বলেছেন এবং সকল জীবের মঙ্গল কামনা করতে বলেছেন। এছাড়া, কটু কথা বলা, কাউকে আঘাত করা, হত্যা করা, মিথ্যা কথা বলা, প্রতারণা করা, কারো সম্পদ হরণ করা প্রভৃতি অকুশল কর্ম হতে বিরত থাকার জন্যও উপদেশ দিয়েছেন। কারণ, এসব অকুশল কর্ম মানুষের ক্ষতি সাধন করে, সৌহার্দ্য নষ্ট করে।

■ সহাবস্থান সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশ

বুদ্ধের মতে, জগতে সকল মানুষ সমান। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। পশু-পাখিতে শারীরিক গঠন, বর্ণ এবং আকৃতিতে পার্থক্য আছে। মানুষে মানুষে এমন কোনো পার্থক্য নেই। এ কারণে জন্ম বা বংশ দিয়ে মানুষের পরিচয় নির্ধারণ করা যায় না। কর্ম দিয়েই মানুষের পরিচয় নির্ধারিত হয়। কর্মের কারণে মানুষ সৎ-অসৎ, কৃষক, শিল্পী, বণিক, চোর, দস্যু ইত্যাদি হয়। এ প্রসঙ্গে ত্রিপিটকের অন্তর্গত সুত্তনিপাত গ্রন্থের বাসেটঠ সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন:

কস্সকো কম্মুনা হোতি, সিপ্পিকো হোতি কম্মুনা;

বানিজো কম্মুনা হোতি, পেস্সিকো হোতি কম্মুনা।

অর্থাৎ মানুষ কর্ম দ্বারা কৃষক হয়, কর্ম দ্বারা শিল্পী হয়; কর্ম দ্বারা মানুষ বণিক এবং কর্ম দ্বারাই চাকর হয়।

কুশল কর্ম মানুষকে মহৎ করে। অকুশল কর্ম মানুষকে হীন করে। বুদ্ধ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষ এবং প্রাণীকে ভালোবাসতে উপদেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ত্রিপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক পাঠ গ্রন্থের করণীয় মৈত্রী সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন:

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে

এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং।

অর্থাৎ 'মা নিজের জীবন দিয়ে যেভাবে একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রদর্শন করবে।

তাই আমাদের উচিত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ এবং প্রাণীকে ভালোবাসা ও তাদের মঙ্গল কামনা করা।

বুদ্ধ সকল পেশাকে সমান চোখে দেখেছেন এবং নানা ধরনের বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষা করতে বলেছেন। তাঁর মতে, পেশা মানুষকে ছোট-বড় করে বা হীন-মহৎ করে না। বুদ্ধের সময়ে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘে জেলে, নাপিত, কুম্ভকার, ধোপা নানা পেশার মানুষ ছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই কর্মগুণে সংঘে উচ্চতর আসন লাভ করেছিল এবং বুদ্ধ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল। তাই কোনো পেশাকে ঘৃণা করা উচিত নয়।

■ সহাবস্থানের সুফল

আমাদের চারিপাশে, নানা জাতি, ধর্ম, শ্রেণি-পেশার মানুষ বসবাস করে। তারা নানা রকম উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় রীতি-নীতি পালন করে। প্রত্যেকে তার উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় রীতি-নীতি ভালোবাসে। তাই প্রত্যেককে অপরের উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো উচিত। যদি আমরা বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করে সকলকে ভালোবাসি, সকলের সঙ্গে নৈতিক ও মানবিক আচরণ করি, কাউকে আঘাত না করি, সুসম্পর্ক বজায় রাখি, পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করি, উপকার করি এবং কারো সম্পদ জোরপূর্বক বা কোনোভাবে গ্রহণ না করি, তাহলে আমাদের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হবে। আমরা সুখে বসবাস করতে পারব। আমরা বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী হয়েও একই জল, বায়ু, আবহাওয়া উপভোগ করতে পারি, তাহলে আমরা চেষ্টা করলে মিলেমিশে সহাবস্থান করতে পারব।

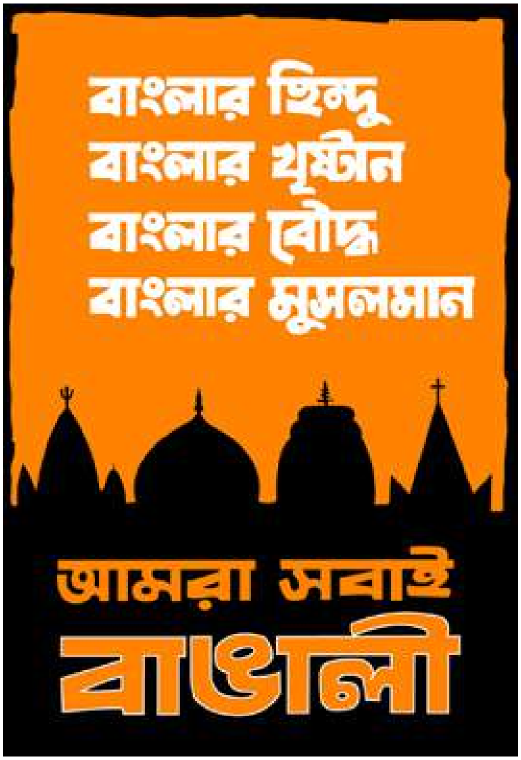

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রকাশিত শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তীর একটি পোস্টার।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৭৩

নিজ এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে মুক্তিযুদ্ধে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ও অবদান সম্পর্কিত তথ্যনির্ভর একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৭৪

সহাবস্থান অধ্যায়ে অংশগ্রহণ কাজ যেমন Community service/ Field Trip Documentry/Case Study কর্মসূচি সম্পর্কে তোমার মতামত নিচের ছকে দাও।

Community service/Field Trip/Documentry/Case Study কর্মসূচি

কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে? (ভালো দিক)	
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ? (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)	
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?	
ভবিষ্যতে আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়? (পরামর্শ)	

ফিরে দেখা: নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে তারকা (★) চিহ্ন দাও, না হলে না এর ঘরে ক্রস (X) চিহ্ন দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না
৭১		
৭২		
৭৩		
৭৪		

সকলে আমরা সকলের তরে
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

শব্দকোষ

বুদ্ধত্ব - পরম জ্ঞানলাভ; বুদ্ধের অবস্থা পাওয়া।

ভিক্ষু - বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

ভিক্ষুণী - নারী ভিক্ষু।

পারাজিকা - পরাজিত হওয়া।

পাচিত্তিয়া- প্রায়শ্চিত্ত বা অনুশোচনাকারী।

আধ্যাত্মিক - আত্মাসম্পর্কিত।

প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব - কার্যকারণ তত্ত্ব।

পারমী - কুশল কর্মের পূর্ণতা।

ভাবনা - ধ্যান; গভীর চিন্তায় মগ্ন হওয়া।

ভারতীয় উপমহাদেশ - ভারত এবং ভারতের আশে-পাশের দেশসমূহ।

ক্রোড়পত্র- খবরের কাগজের অতিরিক্ত অংশ।

কানন - বাগান।

অমাত্য - মন্ত্রী; সহযোগী।

জরা - বৃদ্ধ অবস্থা।

বোধিজ্ঞান - পরম জ্ঞান; বুদ্ধের অবস্থা।

জ্যোতিষী - যে ব্যক্তি ভাগ্য গোনে।

সন্ন্যাসী - সংসার ত্যাগকারী।

দীক্ষা - তত্ত্বজ্ঞান পাওয়ার জন্য শিষ্য হওয়া।

ধ্যান সমাধি - গভীর ধ্যানে মগ্ন হওয়া।

গৃহী - সংসার ধর্ম পালন করেন যারা।

শ্রমণ - ভিক্ষুর পূর্ব স্তর।

নরক যন্ত্রণা - নরকের যন্ত্রণা।

নির্বাণ - সমস্ত তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হওয়া।

ছোয়াইং (বর্মী শব্দ) - পিন্ড; ভিক্ষু ও শ্রমণের জন্য খাবার।

ফাং (বর্মীশব্দ) - পিন্ডদান করার জন্য ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করা।

পঞ্চস্কন্ধ - পাঁচ স্কন্ধ; পাঁচ প্রকার উপাদান।

তৃষ্ণা - আকাঙ্ক্ষা; প্রবল ইচ্ছা।

জন্মনিরোধ - বৌদ্ধ ধর্মমতে পুনর্জন্ম না হওয়া।

গর্ভযন্ত্রণা - অসহ্য যন্ত্রণা।

প্রব্রজ্যা - সংসার ত্যাগ করে বুদ্ধশাসনে দীক্ষিত হওয়া।

তীর্থিক - জৈন ধর্মগুরু তীর্থঙ্করের অনুসারী।

সম্ভ্রান্ত - মর্যাদাশালী; অভিজাত।

অনিত্য - যা স্থায়ী নয়; অস্থায়ী।

অর্হত্ব - নির্বাণ লাভ করবেন এমন ভিক্ষু।

প্রত্যেকবুদ্ধ - নিজের প্রজ্ঞাবলে যাঁরা বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তবে তাঁরা ধর্ম প্রচার করেন না।

ঋদ্ধিশক্তি- অলৌকিক শক্তি।

অন্তঃসত্ত্বা - যিনি সন্তান জন্ম দেবেন।

প্রতিরূপদেশ - ধর্ম পালনের অনুকূল দেশ।

দেশনা - উপদেশ; শিক্ষা।

স্তূপ - ঢিবির আকারযুক্ত বৌদ্ধদের পুণ্যস্থান।

স্তম্ভ - থাম; খুঁটি।

কুলুঙ্গি - ঘরের দেওয়ালে তাক হিসেবে ব্যবহৃত ছোট খোপ।

ফ্লাইওভার :
উন্নয়নের পথে,
পথ চলি একসাথে

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এসেছে বিপুল পরিবর্তন। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে শেখ হাসিনা সরকার সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নে যুগান্তকারী বিভিন্ন পদক্ষেপ/উদ্যোগ নিয়েছে, যার সুফল আমরা ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা), মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার, মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোডে মো. জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার, কুড়িল ফ্লাইওভার, বনানী ফ্লাইওভার, মগবাজার- মৌচাক ফ্লাইওভার, চট্টগ্রামের আখতারুজ্জামান ফ্লাইওভার, কালশি ফ্লাইওভার, হাতির ঝিল প্রকল্প, চার লেনবিশিষ্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, বিআরটি প্রকল্প, এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে প্রকল্পসহ দেশব্যাপী অসংখ্য ফ্লাইওভার ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সড়ক, মহাসড়ক ও নগরীকে যানজটমুক্ত করার পাশাপাশি সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

৬ষ্ঠ শ্রেণি

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন– দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **‘৩৩৩’** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য